মাধবী।

"মাধবীর বুক ভরা অশ্রু আর হাসি
কুসুমস্তবকে বুঝি উঠেছে ফুটিয়া ;—
কি সুন্দর ! কি নির্ম্মল ! কি প্রেম-করুণ !
আরাধ্য দেবতা-পদে আনন্দে লুটিয়া ।"

জীবেন্দ্রকুমার।

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত।

চট্টগ্রাম, ছনহরা, যতীশ-লাইব্রেরী হইতে
শ্রীমনীন্দ্রবিনোদ দত্ত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

কলিকাতা,
৩৮নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, ঘোষ-প্রেসে,
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২২

মূল্য ৷৷০ টাকা।

এই

গ্রন্থের

লভ্যাংশ

'মুকুন্দোৎসবে

ব্যয়িত হইবে ।

হরষে বিষাদে বিভবে অভাবে
　　কল্পনা-কাননে ভ্রমিনু যবে,
ছিল গো উজলি নিয়ত গোপনে
　　তোমারি মুরতি হৃদয়-নভে.
সাধের "মাধবী" দিতে অর্ঘ্য তাই
　　তোমারি চরণে পড়িল ভুলে,—
এ যে গো দীনের "বিদুরের ক্ষুদ"
　　লও হে মাধব ! আদরে তুলে

পরিচয়।

(শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র, বি, এল্)

“মাধবী”র কবি বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিতা নহেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার “শিশির” প্রকাশিত হইয়া মনীষি-সমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

শিশিরের পর মাধবী—হিমঋতুর পর বসন্ত—ইহাই প্রকৃতি রাজ্যের স্বাভাবিক নিয়ম; কবির কাব্যজীবনেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এবার সুরভি কুসুমস্তবকের নির্ম্মাল্য লইয়া বঙ্গজননীর পূজামন্দির দ্বারে “মাধবী” দেখা দিয়াছে।

ভাব ও ভাষার যুগপৎ সন্নিবেশে কাব্য রচিত হইয়া থাকে; প্রকৃত কবিতাতে ভাব ও ভাষা যেন যেন দুইটী যমজ সহোদর ও সহোদরা। আর সেই কবিতার ভাব ও ভাষার উপর যদি সরস এবং প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্য (“high seriousness”) মাখান থাকে, তাহা হইলে উহা শ্রেষ্ঠ কাব্যে পরিণত হয়।

“মাধবী”র অধিকাংশ কবিতায় এই প্রসাদগুণশালী গভীর ভাব ও সরস বাক্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়। শুধু তাহাই নহে। কিরূপে একটী মুমুক্ষু জীবাত্মা আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-ব্যথা, বিরহ-মিলন প্রভৃতি মানবজীবনের চিরন্তন আলো-অন্ধকারের ভিতর দিয়া পরমারাধ্য বাঞ্ছিত দেবতার অন্বেষণ করিয়া লয়, “মাধবী”র বিভিন্ন স্তবকপরম্পরায় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র সনাতন সত্যের মহান লক্ষ্যানুসরণে ভাবের এবম্বিধ বহুধা রসস্ফূর্ত্তিপূর্ণ কাব্য-গ্রন্থ আমাদের বঙ্গ সাহিত্যে সুলভ নহে।

“মাধবী”র প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, সংসারের তুচ্ছ ভোগৈশ্বর্য্য

কবিকে পরিতৃপ্তি দিতে পারে নাই। তাঁহার হৃদয়ে তীব্র ব্যাকুলতা জাগিয়াছে, তিনি কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতেছেন,—

পুরাতন যত আবিলতা রাশি
করিয়া সুদূরে দূর,
দাও প্রভো! দাও মরমে আমার
নবীন রাগিণী সুর।

আবার কখনও বা লক্ষ্যহারা পথহারা হইয়া বলিতেছেন—

খোল গো তোমার করুণা দুয়ার,
অকূলে জীবন ভেলা!

কখনও বা আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে; এই জীবন্মৃত অবস্থা হইতে মৃত্যুও তাঁহার নিকট রমণীয় কাম্যবস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে—

বেঁচে শুধু মরে আছি সে মরণ হলে বাঁচি,
নব জাগরণ সে যে কিবা সুখময়!
লয়ে নব বল আশা বুকভরা ভালবাসা,
সমাধি' সাধনা ধন্য হইব নিশ্চয়।

ধরণীর কোলাহলে কবি তাঁহার প্রিয় সঙ্গিনী কল্পনাকে হারাইয়া ফেলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—

ধরণীর কোলাহলে হে হৃদি-শোভনে!
ঘটিয়াছে উভয়ের দূরতা কঠোর।

তারপর যখন ধীরে ধীরে কল্পনাসখীর সহিত কবির পুনর্ম্মিলন ঘটিল, তখন আশাদেবী আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন। অতর্কিতে বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহার শুষ্ক হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি মধুর স্বরে গাহিলেন—

হৃদি উপবনে কে তুমি বিরাজ
গোপনে মোহিনী বালা ?
মরি কি সুষমা মরি কি মাধুরী
ত্রিদিব অমিয় ঢালা ।

* * * *

বসন্ত সখার কাকলি হতেও
ও বীণার তব মধুর তান,
শিশু বয়ানের আধ বুলি হতে
হরে যে ও বীণা অধিক প্রাণ ।
কে তুমি কে হও বলনা আমায়
কে তোমা শিখাল মধুর তান ?

তখন কবি কামনা করিলেন—

যা কিছু বিমল যা কিছু পবিত
যা রহে শকতি যেটুকু প্রাণ,
ওগো রাজরাজ, বাজাও বীণায়
বিশ্বের সেবায় করিতে দান !

এ ভাবে "বিশ্বের সেবায়" হৃদয় দান করিতে হইলে, বিশ্বনাথের চরণতলে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু বিলাইয়া দিতে হয়। সকল শক্তির মূল যে সেইখানে ! তাই কবি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া গাহিলেন—

হৃদয়ে এস ! হৃদয়ে এস !
হৃদয়-বিহারী মম !

তাহার পর কবি তাঁহার হৃদয়-বিহারীকে বিশ্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া শেষে বলিলেন—

আরো কাছে—আরো কাছে—
রয়েছে তোমার ঠাঁই।
হৃদি-রাজ্যে রাজা তুমি
তুমি ছাড়া আমি নাই।

প্রাণের প্রবল ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিয়া "লুকান স্বরগ-সুধা" উপভোগ করিবার জন্য কবি তখন প্রার্থনা করিলেন—

একটু নিভৃত ঠাঁই আর
একটুকু ক্ষণ অবসর,
চাহি শুধু, প্রদানিতে নিতি
ভক্তি-অর্ঘ্য ও চরণ 'পর।

কিন্তু "এই একটুকু ক্ষণ অবসরে" "পূত আঁখিধারা" ঢালিয়া আরাধ্যের অর্চ্চনা বুঝি আর কবির হয় না! তাঁহার নির্ভরতা বুঝি অকস্মাৎ বিচলিত হইল! পদে পদে ভুল—পদে পদে সমস্যা আসিয়া কবিকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল! তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন—

পাইনি কো উপদেশ অথবা আদেশ
কেমনে উত্তীর্ণ হব ভব পারাবার;
চলিতে সংসার পথে প্রতি পাদক্ষেপে
বাধা পেয়ে ফিরিয়াছি দুঃখে অনিবার।

যাঁহার করুণা লাভ করিয়া সকল ভব ভাবনার অবসান হইয়া যায়, তাঁহার আশ্রয় পাইয়া বিরহে-মিলনে মাতোয়ারা কবি আবার গাহিলেন—

যবে সে নয়ন আগে
দাঁড়ায় মধুর হেসে,
আপনা বিস্মৃত হই
ভাষা নাহি থাকে বসে!"

তখন তাঁহার ভাব

সকল হৃদয়, আকুলি বিকলি
খুঁজে তারে বিশ্বময়!
এই তারে পাই, এই যে হারাই,
লুকোচুরী করে খেলা,—
যেই ছবিখানি নিয়েছি কাড়িয়া
তা' লয়ে যাপিব বেলা।

কিন্তু, শুধু ছবিখানি লইয়া তাঁহার সাধ মিটিল না। কবির কেন, কায়া ছাড়িয়া ছায়ায় কাহারই বা সাধ মিটে? এযে শুধু মায়া—শুধু স্মৃতি! তাই কবি বলিলেন—

স্মরিতে তোমার স্মৃতি
ভাবিতে তোমার কথা,
প্রাণে বড় লাগে আজ
নিদারুণ পাই ব্যথা।

তাই কবি ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলিতেছেন—

প্রাণ ভরে তারে ভাল বাসি বলে
ডাকি বলে বার বার।
'আসি' 'আসি' করে সে যে যায় সরে
দিয়ে অশ্রু উপহার!

প্রেমময়ের সহিত চিরমিলন না হইলে যে এ বেদনা ঘুচিবে না,—আশা-নিরাশার বিরহ-মিলনের অবসান হইবে না। কবির অন্তরে তাই 'নির্ব্বাণের পথ' অন্বেষণ করিবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে—

শুধু যে বাসনা রয়, তারি সনে এক হয়ে
মুক্ত করি নির্ব্বাণের পথ।

তখন কবির ভাব-ভাষা কি মধুর অমৃত বর্ষণ করিতেছে—

কালার বিরহ কালায় মিলন –
দুই, সখি! মোর মধুর মোহন,
লভি কিসে বেশী পুলক আরাম
নাহি মোর সেই জ্ঞান!

পুনশ্চ—

মুদিয়া নয়ন মেলিয়া নয়ন,
সদা হেরি তার সহাস বদন
চির সম্মিলন দুজনার মাঝে
নাহি কভু ব্যবধান।

* * * * *

শ্যাম প্রেম স্রোতে ভাসুক ধরণী,
শ্যাম সম্মিলনে নাচুক ধমনী
শ্যাম মধুনামে সকল বেদনা
হোক্ আজি অবসান।

এই সুমধুর মিলনানন্দে ডুবিয়া কবির এখন আর কোন বাসনা নাই। তাই তিনি গাহিতেছেন—

যেমন আছি তেমনি ভাল
চাইনা হতে সাধের রাণী,—
জীর্ণ চীর, কুসুম মালা—
এ লয়ে যাক্ জীবনখানি।

তাই তিনি আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া বলিতেছেন—

যাহা যখন হৃদয়ে জাগে
আপন বীণে বাজাই তাই,
কে কি ভাববে কে কি বল্‌বে
সুর বেসুরে গেয়ান নাই।

তাঁহার এই তন্ময় অবস্থায় তিনি নিখিল বিশ্বে বিশ্বরাজ মাধবকে দেখিতে পাইয়া "মাধবী"র অবসানে গাহিলেন—

আমার কিছুই নাই তুমি বিনে প্রেমময়!
তোমারি গৌরবে শুধু ভরে গেছে এ হৃদয়!
তোমারি ইচ্ছায় প্রাণ গেয়েছে তোমারি জয়,
এ তুচ্ছ জীবন হোক্ তোমারি ইচ্ছায় লয়!

প্রথম স্তবক।

মাধবী

প্রথম স্তবক।

১

পুরাতন যত আবিলতারাশি
করিয়া সুদূরে দূর,
দাও প্রভো ! দাও মরমে আমার
নবীন রাগিণী সুর।

২

জাগাতে আমার নীরস নিঠুর
মৃতপ্রায় হীন প্রাণ,
তোমারি রাগিণী বাজাও বীণায়
ধরি নিতি নব তান।

৩

প্রকৃতির সনে তোমার মাধুরী
যেমতি উছলি পড়ে,
আমার হৃদয়ে তোমারি করুণা
জাগাও তেমতি ক'রে।

৪

সব কিছু মাঝে তব প্রেম-মুখ
ভাসে যেন আঁখি-আগে,
তব বাসনার যা' কিছু বিরোধী
প্রাণে কভু নাহি জাগে।

৫

সংসার-বিপিনে পশিবার আগে
প্রতিদিন যেন আমি,
তোমারি আশীস করিয়া যাচ্ঞা
অগ্রসর হই স্বামি।

৬

তোমারি আদেশ ধরিয়া শিরেতে
যতনে উদ্যম ভরে,
প্রতি কাজ যেন করি সমাপন
তোমারি চরণ স্মরে।

৭

আপন কাজের সমাধান-ফল
তোমারে করিয়া দান,
দিবা-শেষে যেন লভে গো আরাম
অবসন্ন দেহ প্রাণ।

মাধবী।

বহুদূর হ'তে এসেছি ছুটিয়া
জেনে তোমা কৃপাময়,
আসিতেগো পাশে শত বাধা রয়,
কত কাঁটা রাশি লক্ষ্য-পথময়,
তাই আজি কত হের গো হৃদয়
জীবন আঁধারময় ;—
বহুদূর হতে এসেছি ছুটিয়া
জেনে তোমা কৃপাময়।

খোলগো তোমার করুণা-দুয়ার
অকূলে জীবন-ভেলা,—
তুমি গো অভয়, তুমি সমবল,
কিছু নাহি, আমি দীনা দুরবল,
পিয়াসী হৃদয় ওপদ-কমল,
ফুরায়ে আসিল বেলা ;—
খোল গো তোমার করুণা-দুয়ার
অকূলে জীবন-ভেলা।

১

লক্ষ্য-হারা, পথ-হারা, দিশা-হারা আমি
অধম হ'তেও হীন জীবন আমার,
নিশি দিন ডুবে রহি মোহ-পঙ্কে হায়!
দেখাইয়া দাও মোরে মুক্তির দুয়ার।

২

কত কাল রব আর মায়া-মোহে মজি"
দারুণ পিয়াসা ল'য়ে চাতক যেমন,
ধরণীর সুখ হায়, মরীচিকা সম,
জ্বলে তাই তৃষানলে হৃদয়-গহন।

৩

আমার বলিতে ভবে যা' কিছু বুঝায়
তুমি ছাড়া কিছু নাই দাও বুঝাইয়ে,
বসুধার প্রলোভনে আশার কুহকে
রেখোনা রেখোনা আর মিছে ভুলাইয়ে।

৪

দাও হে সন্ধান দেব! অনন্ত সুখের,
. না হয় গাহিতে যাহে নিরাশার গান,
ঢাল তব সুধা-বিন্দু মরু-দগ্ধ-প্রাণে
নিদারুণ তৃষা মোর হোক্ অবসান!

মাধবী।

১

নীরস জীবন-পথে
চলিতে পারিনা আর,
নিবিড় তিমির-জালে
আবরিত চারি ধার।
পাইনাক দিশা পাইনাক ওর,—
কেমনে কাটাব কাল-তম-ঘোর !

২

বিষম-কণ্টক বিঁধি'
পদে পদে অবিরত,
প্রতি পাদক্ষেপে হায় !
চরণ হ'য়েছে ক্ষত।
আর এ অবশ বিকল চরণ
না পারে চলিতে আঁধার ভীষণ।

৩

আশার আলোক জেলে
হ'য়েছিল সাথী যারা,
ফিরে দেখি তারা নেই
একা আমি পথহারা।
কাতরে ডাকিনু "কোথা সাথী মোর ?"
কেহ না শুনিল, হায়, ক্ষীণস্বর।

৪

সেই যে হ'য়েছি একা
পাইনিকো সাথী আর
কোন্ পথে যাব হায়,
শুধাতে একটী বার।
একা আমি একা, সাথী নাহি হায়,
আঁধারেই মোর দিবানিশি যায়।

মাধবী।

১

আধ-পথে এসে দাঁড়াইনু একা,
সাথী ছিল যারা, গেছে আগে তারা,
পিছায়ে পড়িনু নাহি তাই দেখা।

২

কে আমারে হায়! দেখাইবে পথ?
অচেনা সংসারে শুধাব কাহারে?
কেবা নিবে বাহি এ জীবন-রথ?

৩

পদে পদে ভুল পদে পদে ভয়,
মনে যাহা হয়, কাজে তাহা নয়,
কত যে সমস্যা, কত যে সংশয়!

৪

ক্ষীণ দুরবল দেহ-মন-প্রাণ,
আপনার পায়ে উঠিব দাঁড়ায়ে
নাহি হেন শক্তি আজি ভগবান!

৫

দিন যায় চলে বৃথা ভাবনায়
পথের ঠিকানা হ'ল নাকো জানা
কত কাল আর ঘুরিব ধরায়।

৬

জীবনের লক্ষ্য আপন সাধনা,
মোহ-ফাঁদে পড়ি' গিয়াছি পাশরি'
বিফল জনম অসহ যাতনা !

৭

যায় যাক্ প্রাণ, যাক্ সমুদয়
এস ধীরে ধীরে ধ্রুব লক্ষ্য ফিরে
আঁধার জীবন হোক্ আলোময়।

মাধবী।

১

কি রহে আমার প্রভো ! কি রহে আমার ?
আশার মুকুল যত, একে একে ধূলিগত
ভগন সাধের বাঁশী, থেমেছে ঝঙ্কার।
সুবিশাল হৃদাকাশে, ঘোর ঘনঘটা ভাসে,
হারায়ু অলক্ষে হায়, লক্ষ্য আপনার।
কি রহে আমার প্রভো ! কি রহে আমার ?

২

কি রহে আমার প্রভো ! কি রহে আমার ?
প্রণয়-রতন-হার, শোভিল না একবার,
বিফল ভকতি-অর্ঘ্য বহু সাধনার,
প্রাণের আবেগ-ব্যথা, মরমের কত কথা,
নিবেদন হলনা'ক পদে দেবতার !
কি রহে আমার প্রভো ! কি রহে আমার ?

৩

কি রহে আমার প্রভো ! কি রহে আমার ?
শূন্য মন শূন্য প্রাণ, নীরব বাঁশীর তান,
ভেঙ্গে গেছে সুখ-স্বপ্ন জীবন-উষার,
ফুরায়ে আসিল বেলা, ভাসিছে জীবন-ভেলা,
ভব-পারাবার হায়, অসীম অপার !
কি রহে আমার প্রভো ! কি রহে আমার ?

৪

কি রহে আমার প্রভো! কি রহে আমার?
কিছু নাই, কিছু নাই, স্মৃতি-ভস্ম চারি ঠাঁই,
আবরি মরমে শুধু রহে অনিবার।
শুধু সার আঁখিজল, বুকভরা দাবানল,
সারাটী জীবন ঘেরি করে হাহাকার!
কি রহে আমার প্রভো! কি রহে আমার?

১

জগত আমারে ওগো, দিয়েছে বিদায়
তুমি কেন রাখগো বাঁধিয়া ?
এ জীবন ধরণীর বোঝা হেন ভার ,
দাও সখা ! বাঁধন টুটিয়া ।

২

সবার কামনা নিতি মরণ আমার,
এ ধরণী মোরে নাহি চায় ;—
মহা অপরাধ মোর ভগন হৃদয়,
সুখ-শান্তি সব অন্তরায় ।

৩

আমার এমন দিন ছিল না একদা,
আজি আমি জীবিতে যে মরা ;—
ধরণী অমরা ছিল নয়নে আমার,
কি আরাম, কি হরষভরা !

৪

মরণ নামেতে মোর শিহরিত তনু,
নীরবে উঠিত কেঁদে প্রাণ ;—
তাপিত মানসে হায় ! ত্যজি' প্রিয়জন
কেমনে বা করিব প্রয়াণ !

৫

এমন সুখের ধরা, রূপসী প্রকৃতি,
পরপারে পাব কিনা আর,
সাধের জীবন হেন সুখ শান্তি মাখা
আহা কিবা পুলক অপার !

৬

আজি প্রভো ! ভেঙ্গে গেছে সুখের স্বপন,
শুকায়েছে আশার মুকুল,
জীবনের মাঝ-পথে দাঁড়াইনু একা,
দিশাহারা হারায়ে দু'কূল !

৭

মরণে সুহৃদ্‌ ভাবি করি আবাহন
বিনয় মধুর বোলে কত ;—
সে যে হায় ! নাহি চাহে ফিরিয়া আমায়
আমি যেন তা'রো বোঝা মত।

৮

মরণেও নাহি চাহে, জীবনে না কেহ,
বল আজি কি করি উপায় ?—
আপনার পথ মোরে নিতে হবে বেছে
তুমি শুধু দাও গো বিদায়।

৯

রেখোনা ভুলায়ে আর দিও না আশ্বাস

টুটে দাও সব মায়া-ডোর ;—

অনলে পতঙ্গ প্রায় ঝাঁপায়ে অসীমে

জীবন-রজনী করি ভোর !

১

মরণের নামে সখা! কেন এত ভয়?
মরণ কেমনতর, সে কিগো বেদনা বড়,
তাহে কি সুখের লেশ কভু নাহি রয়?
রোগ-শোক-দুখ-তাপ, অনুতাপ পরিতাপ,
মরণে ঘেরিয়া কি গো সদা জাগি রয়?
মরণেরে আমি সখা! নাহি করি ভয়!

২

মরণের নামে সখা! কেন এত ভয়?
উষার সুষমারাশি, বিকচ কুসুম-হাসি
মলয়ের মৃদু স্পর্শ চির মধুময়,
সুধামাখা সুললিত, মধুর বিহগ-গীত,
হৃদয় কি সেথা নাহি করে প্রীতিময়?
মরণেরে আমি সখা! নাহি করি ভয়!

৩

মরণের নামে সখা! কেন এত ভয়?
ধূসর আঁচলখানি, দুলায়ে গোধূলি-রাণী,
শ্রান্তের ক্লান্তি কি সেথা নাহি করে লয়?
সোণার চাঁদিমা-তারা, রজত জ্যোছনা-ধারা,
বিতরি ঢালে না প্রীতি জগত-হৃদয়?
মরণেরে আমি সখা! নাহি করি ভয়।

মরণের নামে সখা! কেন এত ভয়।?
আবেগ আকুল প্রাণে, তটিনী সাগর পানে,
কুলু কুলু কুলু স্বনে সেথা নাহি বয়?
বিশাল গগন বুকে, সৌদামিনী মন সুখে,
খেলে নাকি লুকোচুরি সকৌতুকময়?
মরণেরে আমি সখা! নাহি করি ভয়!

৫

মরণের নামে সখা! কেন এত ভয়?
"মরণ" মরণ নয়, সে যেগো অমৃতময়,
• নবীন জীবন লভে মরিলে নিশ্চয়।
মরণে কিসের ভয়, সে যে চির-শুভময়,
মঙ্গলময়ের বিধি অশুভ কি হয়?
মরণেরে আমি সখা! নাহি করি ভয়।

৬

মরণের নামে সখা! কেন এত ভয়?
জীবিতে জড়ের প্রায়, অনুদিন বসুধায়,
পড়িয়া রয়েছি ল'য়ে দগধ হৃদয়!
জীবনের লক্ষ্য হারা, আপন ভাবনা ছাড়া,
জগতের কোন কাজে নাহিক সময়!
মরণেরে আমি সখা! নাহি করি ভয়।

৭

মরণের নামে সখা! কেন এত ভয়?
মরণ যদি গো হয়, সত্য-বিভীষিকাময়,
তবে যে মরিয়া আছি নাহিকো সংশয়!
হৃদয়ে নাহিক শক্তি, দয়া-প্রীতি-প্রেম-ভক্তি,
শূন্য এ জীবন হায়! যেন মরুময়।
মরণেরে আমি সখা! নাহি করি ভয়।

৮

মরণের নামে সখা! কেন এত ভয়?
বেঁচে শুধু মরে আছি, সে মরণ হলে বাঁচি,
নব জাগরণ সে যে কিবা সুখময়!
ল'য়ে নব বল-আশা, বুকভরা ভালবাসা,
সমাধি, সাধনা ধন্য হইবে নিশ্চয়।
মরণেরে আমি সখা! নাহি করি ভয়!

১

লও মোরে কোলে তুলে তব
ক্লান্ত মোর দেহ-মন-প্রাণ,
ভব-খেলা লাগেনা যে ভাল
খেলা-ধুলা কর অবসান।

২

পিপাসায় বুক ফাটে হায়!
হেথা শুধু মরীচিকাময়,
প্রলোভন ভুলায় কেবল,
তৃপ্তি যাহে, তাহা এযে নয়!

৩

কতকাল মাধব আমার!
এমতি রহিবে ছেড়ে দূরে?—
কত আর কাঁদিয়া একেলা
গৃহ-হারা রব ঘুরে ঘুরে।

৪

বিশাল জগতে ওগো, মোর
নাহি কোথা দাঁড়াবার স্থান,—
অসহায় কাঙ্গাল আমি যে
মোর লক্ষ্য তুমি ধ্যান জ্ঞান।

৫

দেখ আজি চেয়ে একবার
ভবঘাতে ভেঙ্গে গেছে বুক
কিছু নাহি ধরায় আমার
তুমি শুধু আশা একটুক ।

৬

লও নাথ ! কোলে অভাগায়
বেদনার হোক্ অবসান,
ভুলে যাই সকল অভাব
ফিরিয়া আসুক্ নব প্রাণ ।

দ্বিতীয় স্তবক ।

দ্বিতীয় স্তবক।

১

ধরণীর কোলাহলে হে হৃদি-শোভনে!
ঘটিয়াছে উভয়ের দূরতা কঠোর,
তব সনে প্রেমালাপে তাই সজনী লো!
না পারি রহিতে আর মুগধ বিভোর।

২

হৃদয়-সাগরে নিতি বাসনা-লহরী
নেচে খেলে সুধীরে মিলায়,
কত আশা কত সাধ হ'য়ে তোমাময়
• একটু নিভৃত পেলে উথলে হিয়ায়।

৩

স্বাধীন হৃদয় হায়! অধীন জীবন—
প্রতিপদে শত বাধা মিলনে দোঁহার।
ভাবি এক হয় আর নিঠুর নিয়তি,
জীবন আবরি রহে শত লোকাচার।

৪

যদিও দাঁড়ায় গর্ব্বে দূরত্ব ভীষণ
তা'বলে ভেবনা সখি! ভুলেছি তোমায়-
তোমার মধুর স্মৃতি বিরহ-নিশায়
জাগিয়া মানসে মোর জীবন কাঁদায়।

৫

প্রবল হৃদয়-স্রোত বহিবে যখন
দুরন্ত-নিগড় ভেঙ্গে হ'য়ে যাবে লয়,
কে নিবারে ভীমবেগ মুগ্ধা তটিনীর
ভাসায়ে মেদিনী যবে লভে প্রেমময়।

৬

মোদের (ও) আসিবে ফিরে সেই শুভদিন
এ মিলন নহে সখি! অলীক স্বপন,
তখন তোমারে ল'য়ে নিরালয় সুখে
শ্যামের বাঁশরী তানে রহিব মগন।

মাধবী।

১

বলনা সজনী, নিঠুর রজনী

হইবে কখন ভোর ?

আশা-পাখীগণ, গাহিবে কখন,

জীবন-কাননে মোর ?

হৃদয়-মালঞ্চে বাসনা-মুকুল

মন-ভৃঙ্গ কবে করিবে আকুল

আশার সমীর বহিয়া মৃদুল

জুড়াব দগধ প্রাণ ?

২

মানস-ভুবন উজলি কখন

শ্যাম মোর দিবে দেখা,—

বলনা সজনী, পাব কিনা শুনি,

হৃদয় বিহারী সখা !

দীরঘ জীবন-পথেতে লো সখি !

তুমি বিনে আর সাথী নাহি দেখি,

তৃপ্ত রহি সদা তোমা ভালবেসে

তোমা সনে গেয়ে গান।

মাধবী।

হৃদি-উপবনে কে তুমি বিরাজ
গোপনে মোহিনী বালা ?
মরি কি সুষমা মরি কি মাধুরী—
ত্রিদিব-অমিয়-ঢালা !
উছলি পড়িছে চাঁদের জ্যোছনা
ও চারু কোমল কায়,
নিয়ত ক্ষরিছে কুসুম সুবাস
যেন গো নিশ্বাস-বায়।
বসন্ত-সখার অমৃত-রাগিণী
তোমার মধুর বাণী,
তোমারি আলোকে আলোকিত হেরি
তিমির জীবন খানি।
কে তুমি ললনে! মানস-মোহিনী!
মোহিয়ে হৃদয় মোর ?
তোমারে ঘেরিয়া কি যেন কি রয়
তোমাতে জীবন ভোর !
মানবী, দানবী, অপ্সরা কি দেবী,
এখনো বুঝিনি বালা,
এ মরু-সংসারে লভিয়া তোমারে
ভুলি যে সকল জ্বালা।
ভব-ঘাতে যবে ভগন হৃদয়
অবশ আকুল পারা,

তব মৃদু মধু আশ্বাস বচনে
　　মুছে যে নয়ন-ধারা।
ব্যথিত প্রাণের নিরাশ-আঁধার
　　যত দুখ-পাপ-কালি,
যতনে বিনাশ তুমি লো সজনী,
　　উজল আলোক জ্বালি'।
যদি গো এ ভবে জীবন-পথের
　　না হ'তে দোসর তুমি,
তখন হৃদয় হ'য়ে শতখান
　　লুটাত ধরণী চুমি'।
তোমারি করুণা তোমারি মহিমা
　　সারাটী মরম ভরি'—
তুমি বিনে দেবী, কিছু নাহি মোর—
　　রহগো হৃদয় জুড়ি।

মাধবী

১

সংসার পাথারে জীবন তরণী
বাহিয়া যেতেছি দিবস যামী,
আপনারে লয়ে আপনি বিভোর
ভব কোলাহলে বধির আমি ;
রহি অন্তরালে মোহন বীণায়
কে তুমি সহসা রোধিলে গতি ?

২

অপরূপ তব বীণার ঝঙ্কার
আহা কি মধুর তুলনা নাই,—
অমর কি তুমি, অমরার বীণা
করিছ বাদন লুকায়ে তাই !
কি যেন বীণায় রহে সঙ্গোপনে
তাই গো শ্রবণে আকুল মতি।

৩

বসন্ত সখার কাকলি হতেও
ও বীণার তব মধুর তান,
শিশু বয়ানের আধ' বুলি হতে
হরে যে ও বীণে অধিক প্রাণ।
কে তুমি, কে হও বলনা আমায়
কে তোমা শিখালে মধুর তান ?

৪

আহা ! মরি ! মরি ! কি অমৃত ধারা
সিঞ্চিছে অভাগা দীনের প্রাণে,—
ভব-অবসাদ শ্রান্তি ক্লান্তি যত
করিছে হরণ ললিত তানে !
কি যেন মদিরা কি যেন আবেশ,
বলগো আমায় গাও কি গান ?

৫

নব বালার্কের নবীন কিরণে
সাজিছে প্রকৃতি নবীন সাজে,
কুসুমিত বন বিহগকূজন
বহে সমীরণ ধরার মাঝে।
নব আবাহনে জাগি জীবগণ
ছুটেছে সকল আপন ব্রতে।

৬

"আমি"র মাঝারে আমি যে মগনা
'আমি'রে লইয়া সময় কাটে,
বীণার ঝঙ্কারে ভাঙ্গিলে চমক
কে তুমি আমার জীবন-বাটে ?
'আমি'র বাঁধন যায় যে ভাসিয়া
তোমারি মোহিনী বীণার স্রোতে

৭

হৃদি মাঝে আজি উঠিল জাগিয়া
কত না বাসনা তারকাচয়,
তার মাঝে হেরি কার এ মুরতি
শশধর সম অমিয়ময় ?
চিনেছি এবার হৃদি-বীণা মোর
বাজিছে আপনি পুলক ভরে।

৮

মোহ-ঘোরে হয়ে অন্ধ ও বধির
গিয়েছে জীবন কেবলি বৃথা ;—
বীণার লহরে ব্যাকুল পরাণ
অতীত স্মরণে জাগিছে ব্যথা।
বাজ হৃদি-বীণ্ ! বাজ অনিবার
যা' রহে কালিমা যাক্ সে ঝরে।

যা' কিছু বিমল, যা' কিছু পবিত
যা' রহে শকতি যেটুকু প্রাণ,
ওগো রাজ-রাজ, বাজাও বীণায়
বিশ্বের সেবায় করিতে দান।

১

হৃদয়ে এস ! হৃদয়ে এস !
হৃদয়-বিহারী মম !
বিরহ-রাতি হউক্ শেষ
ঘুচুক্ সকল তমঃ !
ভব-পারাবারে দিবস রজনী,
লক্ষ্য-হারা এই জীবন-তরণী
কত কাল আর বাহিবে এমনি
অবশ হৃদয় ল'য়ে ?

২

হৃদয়ে এস ! হৃদয়ে এস !
হৃদয়-বিহারী মম !
বচন-সুধা-পিয়াসে চিত
তৃষিত চকোর সম !
পিপাসিত হায় ! নীরস জীবন
আশা-নীরে আর জীবে কতক্ষণ ?
শিশিরে কি কভু বাঁচে জীবগণ
বরিষণ-হারা হ'য়ে ?

৩

হৃদয়ে এস ! হৃদয়ে এস !
হে মম হৃদয়-রাজ !
ব্যাকুল প্রাণে কাতরে ডাকি
তেয়াগি সকল লাজ !

তোমারি অভাবে জীবন আঁধার
পদে পদে বাধা তাই অনিবার
ভবের আঘাত সহে নাকো আর
প্রাণ কহে "যাই" "যাই"।

৪

হৃদয়ে এস ! হৃদয়ে এস !
হে মম হৃদয়-রাজ !
প্রেম-মিলনে প্রীতির ধারা
বিতর মরমে আজ !
পরাণে পরাণে নয়নে নয়নে
দিবসে নিশিথে জীবনে মরণে
দিও দরশন রেখো সদা মনে
এই শুধু নিতি চাই !

তৃতীয় স্তবক।

তৃতীয় স্তবক।

১

মোরে সুখ-গিরি-শিরে তুলি ধীরে ধীরে
যতনে
ওগো বিশ্ব-রাজ! তেয়াগিলে আজ
কেমনে?
সুখ সনে রহে কি মোহ-মদিরা
বুঝি নাই তাহা হ'য়ে আত্মহারা
আপনারে লয়ে ছিনু শুধু সারা
ভুবনে!
মোরে সুখ-গিরি-শিরে তুলি ধীরে ধীরে
যতনে
ওগো বিশ্বরাজ! তেয়াগিলে আজ
কেমনে?

২

মোর সে সুখ-স্বপন টুটিল যখন
আলোকে,
পিছু ফিরে হরি! নাহি হায়! হেরি
তোমাকে!

না কাটিতে মম মোহ-ঘুমঘোর
না হইতে ভীম অমানিশা ভোর
ত্যজি' গেলে হায় ! কেনরে কঠোর
দীনাকে ?

মোর সে সুখ-স্বপন টুটিল যখন
আলোকে,
পিছু ফিরে হরি ! হায় ! নাহি হেরি
তোমাকে !

৩

সেথা চপলার মত হরে হায় ! চিত
ঝলকে,
পরে সবি হায় ! অসীমে মিলায়
পলকে !

থরে থরে শোভে বাসনা-মুকুল
লালসা-সৌরভে করে মনাকুল
আশা-পিক-বধূ নহে প্রতিকূল
কুহকে !

সেথা চপলার মত হরে হায় ! চিত
ঝলকে,
পরে সবি হায় ! অসীমে মিলায়
পলকে !

৪

মম চির ধ্রুবতারা হ'য়ে তাহে হারা
বিপাকে,
সে মোহ নিশায় হারাইনু হায়,
তোমাকে!
অনুতাপানলে তাই এ জীবন
হের কৃপাময় করিছে দাহন
শূন্য রহে পড়ি হৃদয়-আসন
ভূলোকে!
মম চির ধ্রুবতারা হ'য়ে তাহে হারা
বিপাকে,
সে মোহ নিশায় হারাইনু হায়!
তোমাকে!

৫

ভবে যদিও বা মোরে দিলে সুখ তরে
সকলি,
হারায়ে তোমারে ডুবেছি আঁধারে
কেবলি!
মনোহারী আর হবে নাকো মন
তোমারি অভাবে সবি অপূরণ,
দেহ পদাশ্রয় ঘটায়ে জীবন
গোধূলি!

মাধবী।

ভবে যদিও বা মোরে দিলে সুখ তরে
সকলি,
হারায়ে তোমারে ডুবেছি আঁধারে
কেবলি।

১

সখা! আর তো হৃদয়ে সহে না
তব নিয়ত নিঠুর ছলনা!
কি করেছি দোষ কেন এত রোষ
কেন রোগ শোক যাতনা?
অভাজনা আমি কৃপা-ভিখারিণী.
নাহি কি তোমার করুণা?

২

সখা! আর তো হৃদয়ে সহে না
তব নিয়ত নিঠুর ছলনা!
নিমেষের তরে মন-অন্তঃপুরে
সৌদামিনী সম প্রকাশি'
কি জানি কোথায় লুকাও আবার
হৃদি-আবিলতা বিনাশি।

৩

তুমি আবার আসিবে আশায়
আমি অপেখি দিবস-নিশায়!
হৃদি-উপবন করি সুশোভন
ভকতি-কুসুম-রতনে,
প্রীতির আসন রেখেছি পাতিয়া
প্রেম-হার গাঁথি যতনে!

৪

তুমি আবার আসিবে আশায়
আমি অপেখি দিবস-নিশায়!
ভেবেছি এবার ছাড়িব না আর
রহিব চরণ জড়ায়ে,—
হেরিব কেমনে ত্যজ অকারণে
তুষিতে তাপিতে কাঁদায়ে!

৫

যদি না শোন আমার মিনতি,
মোর না হবে ভুলেও বিরতি!
ধরার বিভব একে একে সব
ত্যজিব তোমার লাগিয়া,—
ভব-অনটনে না হব কাতর
ও চরণ পানে চাহিয়া!

৬

যদি না শোন আমার মিনতি
মোর না হবে ভুলেও বিরতি!
বড় সাধ মনে হৃদয়-গগনে
দিবা নিশি সদা উজলি
পবিত্র পরশে নাশ আবিলতা,
শোনাও মধুর কাকলী!

১

যদিও সুখের তরে
অনেক করেছ দান,
ঘুচেনি অভাব তবু
নিয়ত কাঁদিছে প্রাণ

২

আরো চাই, আরো চাই,
আরো দাও দয়াময়,
দারুণ অতৃপ্তি জাগে
ভরি' সারা হৃদিময় !

৩

কুসুম-সুষমা রাশি—
পাখীর মধুর গান,
শীতল সমীর স্পর্শে
নহে স্নিগ্ধ দগ্ধ প্রাণ।

৪

মেঘের বিজুলি-খেলা
তটিনীর সুধাতান,
সুধাংশুর সুধা-ধারে
নহে তৃপ্ত দগ্ধ প্রাণ।

৫

পরাণ-নয়ন-লোভা
মোহিনী প্রকৃতি রাণী,
না পারে হরিতে আর
দগ্ধ-হৃদয় খানি।

৬

আরো দাও, আরো দাও,
আরো চাই ভগবান!
ঘুচেনি অভাব আজো
তৃষায় কাতর প্রাণ!

৭

রতন ভূষণ আদি
ধরার বিভব যত,
বাড়ায় পিয়াসা আরো
কেন তাহা দিলে এত?

৮

ডাকিতে তোমারে নাথ!
আসিতে তোমার পাশে,
নাহি দেয় তারা হায়!
বাঁধি রাখে মোহ পাশে।

৯

দয়া করি দাও দেব !
যতটুকু প্রয়োজন,
বেশী যাহা লও ফিরে
নাহি তার আকিঞ্চন !

১০

বিপদ-বিষাদ-ব্যথা
বিভব-হরষ-সুখ,
সকলি তোমার দান
রেখো জ্ঞান এই টুক ।

১১

কালের কুটিল গতি
কখনো সরল নয়,
আঁধার আলোক ভবে
সুচির নাহি ত রয় ।

১২

যে করে দিতেছ ব্যথা,
সেই করে দেয় সুখ,
চির শুভময় তুমি—
রেখো মনে এইটুক ।

১৩

কমলে দিয়েছ কাঁটা,
চাঁদেতে কলঙ্ক রেখা,
প্রণয়ে বিরহ দিলে
দিলে সুখ দুখমাখা !

১৪

না বুঝি তোমার লীলা
তুমি চির লীলাময় ;
অশেষ করুণা তব
ভুবন ঘেরিয়া রয়।

১৫

এত যদি ভালবাসা,
এত যদি দয়ারাশি,
কেন তবে দিবা-নিশি
নয়নের নীরে ভাসি ?

১৬

সকলি দিয়েছ প্রভো !
কেবল তুমি যে নাই,-
শ্মশান মরুভূ-প্রাণে
অভাব বেদনা তাই।

১৭

দয়াময়! প্রেমময়!
সহেনা বেদনা আর,—
একবার তুমি এস,
ঘুচে যাক্ হাহাকার!

১৮

মম হৃদয়ের কাছে
নিভৃত পরাণ মাঝে,
হে দয়াল! যেন সদা
তোমারি আসন রাজে।

১৯

ধরণীর প্রলোভনে
মুগধ করোনা আর;
অসার বাসনা যত
কর টুটি ছারখার।

২০

তুমি এস! তুমি এস!
ইহাই কামনা পায়,—
লভিলে তোমারে দেব!
সবি পাব এ ধরায়।

১

বেলা যে গো যায় যায়
　　কত দূর কত দূর ?
ওই বুঝি থেমে যায়
　　জীবন-বীণার সুর !

২

অবশ অধীর পারা
　　না সহে অভাব আর,
কোথা তুমি—কোথা তুমি—
　　এস প্রাণে একবার।

যবে বাহিরিনু, জাগে
　　সুখ তারা নীলিমায়,
আকুল তিয়াসা লয়ে,
　　তোমারই প্রতীক্ষায়।

আশে পাশে দূরে কাছে
　　আরো কত তারাদল
হীরক-কণিকা সম
　　করে কিবা ঝলমল !

৫

দয়েল পাপিয়া শ্যামা
তখনো ঘুমায় নীড়ে,
নিশাচর প্রাণী শুধু
ফিরিতেছে ধীরে ধীরে।

৬

তখনো কুসুম-রাণী
ঘুম ঘোরে জড় সড়,
সমীর চুম্বনে কভু
শিহরিছে কলেবর !

৭

আকুল হৃদয় মোর
ছুটেছে পাগল হেন,
ধরিবারে শশধর
বামন হইয়া যেন !

যদি না তোমারে লভি
ফিরিবনা গৃহে আর,
তোমারি বিরহে মোর
মরুময় এ সংসার।

৯

নবীন পথিক আমি
পশি নব ভব-হাটে,
পদে পদে শত বাধা
ফিরিতে আপন বাটে।

১০

ধরার প্রখর তাপে
সন্তাপিত দেহ মন,
কোথা স্নিগ্ধ স্পর্শ তব
জুড়াইতে এ দাহন !

১১

এস নাথ ! এস নাথ !
গোধূলি আসিছে হায়,
তারি-সনে বুঝিও বা
আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায় !

১২

সাধিয়া আপন কাজ
সবাই ফিরিছে ঘরে,
কি সন্তোষ, কি হরষ.
সকলের হিয়া ভরে'।

১৩

সারা দিবসের পরে
লভি নিজ প্রিয়জন,
অবসাদ রাশি এবে
হবে সবে বিস্মরণ !

১৪

শ্রান্ত ক্লান্ত পান্থ আমি
আশা-নিরাশার স্রোতে,
ভব-পারাবারে ভাসি
দীরঘ বন্ধুর পথে ।

১৫

হে দেব আমার সাধ
তবে কি অপূর্ণ রবে ?
আজনম ঘুরে ঘুরে
এ জীবন শেষ হবে ?

১৬

ওই তুমি, ওই তুমি
সাধনা বিফল নয়,—
গোপনে ইঙ্গিতে প্রাণে
কেবা যে মধুরে কয় !

১৭

বিহগের সুধা তানে
তোমার বাঁশরী বাজে,
ফুটন্ত কুসুমে মরি!
তোমারি মাধুরী রাজে।

১৮

অনন্ত অপার তুমি
নভঃ দেয় পরিচয়,—
রবি, শশী, গ্রহ, তারা,
তোমারি আদেশ বয়।

১৯

প্রকৃতির নানা সাজে
পরাণ-নয়ন-লোভা,
মরি! মরি! রাজে কত
তোমারি মোহিনী শোভা।

২০

জলে স্থলে নভে সদা
ওত-প্রোত আছ প্রভু,
তোমা ছাড়া এই বিশ্ব
দূরেত রহেনা কভু।

২১

আরো কাছে—আরো কাছে—
রয়েছ তোমার ঠাঁই,—
হৃদি-রাজ্যে রাজা তুমি,
তুমি ছাড়া আমি নাই।

২২

উদ্‌ভ্রান্ত পথিকে আজি
যদি বা দিয়েছ ধরা,
যেওনা করুণা করি
হে ভব-ভাবনা-হরা।

১

যা' কিছু আমার সকলি তোমার
তোমাতে আমাতে প্রভেদ নাই
সজনে বিজনে ঘুমে জাগরণে
সতত হৃদয়ে দেখিতে পাই !

২

প্রভাতের ওই অরুণ-কিরণে
নিরখি তোমার মধুর হাসি,
উথলি পড়িছে কুসুম-কাননে
তোমারি মোহন সুষমা-রাশি ;

৩

গাহিছে বিহগ তোমারি রাগিণী
আপন ভাবেতে বিভোর হয়ে,
তোমার বিমল পেলব পরশ
ফিরিছে সমীর সতত বয়ে ।

৪

আমি যে তোমার, তুমি যে আমারি,
তোমাতে লুকান স্বরগ-সুধা,
নয়ন ভরিয়া হেরিলেও তোমা
না মিটে প্রাণের প্রবল ক্ষুধা ।

৫

বেদনা-ভীষণ নিরাশা-তিমিরে
তুমিই আমার আলোকরাশি,
নীরব নির্জন ভগন কুটীরে
মৃদু স্বরে বাজে তোমারি বাঁশী।

মরীচিকাময় সংসার-পাথারে
তুমিই বাঁচাও জীবন-তরী,—
মমতা তোমার—করুণা তোমার
হয় কি তুলনা প্রেমের হরি!

৬

সকল হৃদয় সকল জীবন
করিয়াও তব চরণে দান,
মিটেনিকো আজো তবু যে তিয়াস
আরো চাহে দিতে কত যে প্রাণ।

৮

যতনে রচিয়া ভকতি-প্রসূনে
নিতি নব নব প্রেমের হার,
পুলকে অর্ঘ্য সঁপিয়া চরণে
ঘুচাব আমার হৃদয়-ভার।

চতুর্থ স্তবক।

১

কে আছে আমার মত সুখী এ ধরায়?
নাহি রোগ-শোক-ক্লেশ অভাব-ভাবনা-লেশ,
অতুল সুখেতে সুখী বিধি-করুণায়।

২

কে আছে আমার মত সুখী এ ধরায়?
নিশা-শেষে নিতি ভোরে, বিহগ ললিত স্বরে,
বিভু গুণ গান গেয়ে আমারে জাগায়।

৩

কে আছে আমার মত সুখী এ ধরায়?
নয়ন মেলিয়া হেরি, কি মাধুরী মরি! মরি!
পূরবে উদিছে ভানু অতুল বিভায়!

৪

কে আছে আমার মত সুখী এ ধরায়?
মৃদু মধু হেসে হেসে, কে যেন মোহিনী বেশে,
কুসুম-সুষমা-বাসে আমারে মাতায়।

৫

কে আছে আমার মত সুখী এ ধরায় ?
মিলন-বারতা কার, স্নিগ্ধ বায়ু অনিবার,
বহে আনে মোর প্রাণে নব চেতনায় !

৬

কে আছে আমার মত সুখী এ ধরায় ?
না ধারি ভবের ধার, না বুঝি ভবের সার,
সঁপিয়া দিয়াছি নিজে দেবতার পায় !

৭

কে আছে আমার মত সুখী এ ধরায় ?
প্রকৃতির প্রীতি কোলে, কাটে দিন হেসে খেলে,
নীরবে নির্জনে লয়ে সখী কল্পনায় !

৮

কে আছে আমার মত সুখী এ ধরায় ?
জানি বিভু দয়াময়, কভু নাহি ত্যজি রয়
পরম আশ্রয় পাব জীবন-সন্ধ্যায় !
কে আছে আমার মত সুখী এ ধরায় ?

কে তুমি জীবন-তরী—
সখা সম চুপে চুপে—
রক্ষিয়া অকূল হতে
সুনিপুণ দাঁড়ী রূপে,
আবার আঁধার গেহে
জ্বালিলে আশার আলো ;—
ভবের ঘৃণিত আমি
আমারে বাসিলে ভালো !
দগ্ধ মরুভূ প্রাণে
বরষিয়ে সুধা-ধারা,
অভয় আশ্বাস দিলে
পেলে ঠাঁই দিশাহারা।
এ জগত স্বার্থ-ময়
স্বার্থে দান প্রতিদান,
স্বার্থহীন স্নেহ প্রীতি
কভুত লভেনি প্রাণ।
কে তুমি আপন হয়ে—
মোহি যে হৃদয় মোর,
করিলে সকল প্রাণ
তোমারি প্রেমেতে ভোর।
প্রিয়সখা-বেশে প্রিয় !
তুমি কি আপনা ভবে ?

মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা

জান শুধু তুমি ভবে!

যে হও সে হও তুমি

আমি ত আমার জানি,—

তোমারে জীবন সঁপি—

জনম সফল মানি!

মাধবী।

১

কে তুমি আমার হও বলনা আমায় ?
ভাবি নিতি নিরজনে, কত কি আপন মনে,
না পাই ভাবিয়া ডাকি কি বলে তোমায়।

২

কে তুমি আমার হও বলনা আমায় ?
কভু সাধ হয় প্রাণে, পূজিতে দেবতা জ্ঞানে,
ভকতি-কুসুম চয়ি' অর্ঘ্য দিয়ে পায়।

৩

কে তুমি আমার হও বলনা আমায় ?
কভু বা বাসনা জাগে, সখা ডাকি অনুরাগে,
তুষিগো হৃদয় তব প্রেম-অমিয়ায়।

৪

কে তুমি আমার হও বলনা আমায় ?
আরবার ভাবি কভু, আমি দাসী তুমি প্রভু,
লভিব জীবনে প্রীতি তোমারি সেবায়।

৫

কে তুমি আমার হও বলনা আমায় ?
কখনো দেবতা হও, কভু সখা, দেব নও,
কখনো কিছুই নহ, প্রভু শুধু হায় !

৬

কে তুমি আমার হও বলনা আমায় ?
বুঝেছি বুঝেছি আমি   সরবস্ব তুমি স্বামী,
তুমি মোর আমি তব এক দুজনায়।

৭

নিয়তি আদেশে রহি জগত সেবায়,
খেলি এই ভব খেলা,   এলে পরে শেষ বেলা,
আমি গো মিশিব তব অনন্ত ছায়ায় !
চিনেছি এবার আমি চিনেছি তোমায়।

১

তুমি যে আমার সব, তুমি যে আমারি,
তুমি ছাড়া আমি কভু নাই,—
দিবসে নয়নে আর নিশিতে স্বপনে
হেরি তোমা সতত যে তাই !

২

সমগ্র হৃদয় জুড়ি রচিত আসন
নাহি হেথা বিন্দু আর স্থান,—
দীন ভক্ত স্থাপি তাহে তোমারি প্রতিমা
করি নিত্য পূজা সমাধান।

৩

প্রেম প্রীতি ভক্তি ফুল করিয়া চয়ন
সাজায়েছি এই অর্ঘ্য ডালি,
সকল মালিন্য মোর প্রদানি আহুতি
তব স্মৃতি হোমানল জ্বালি।

৪

তব স্তুতি ধ্যান দেব ! সবি অজানিত,
জ্ঞানহীন মূঢ় দিশাহারা ;—
তুমি মোর হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাস
নয়নের পূত অশ্রুধারা !

৫

তোমারি কৃপায় আজি ঘুচেছে দূরতা
ঘটিয়াছে চির-সম্মিলন,—
ভক্তের তুমি যে হও সহায় সম্বল
শান্তি তৃপ্তি মঙ্গল কারণ।

৬

একান্ত অন্তরে শুধু মাগি তব পদে
কখনো ভুলোনা মোরে স্বামী.
যখন যে ভাবে থাকি জাগিও হৃদয়ে,
রব সদা তব অনুগামী।

১

গভীর প্রেমের প্রতিদান তব
রেখেছি লুকায়ে গোপনে,
মিলনের আজি হরষের দিনে
সঁপিতে তা' সাধ চরণে ।

২

আপনার তরে রাখি সমবল
স্মৃতিটী কেবল হিয়ায়ে,
যা ছিল নিজের একে একে সাধ
দিয়েছি তোমারে বিলায়ে :

৩

প্রেম-ফুলে নিতি অশ্রু-সূতে সখা,
নীরবে নিভৃতে একেলা,
বিদায়ের পরে অবসর মত
গেঁথেছি যতনে এ মালা ।

৪

তাই আজি লয়ে প্রেম-উপহার
এসেছি তোমার দুয়ারে,
তুমি প্রেমময়, রহে তাই আশা,
লবে এ মালিকা আদরে ।

১

পবিত্র সুন্দর তুমি মহান্ উদার,
ঊর্দ্ধে রাজে তোমারি আসন ;
সাধিছ কঠোর ব্রত নীরবে নিজনে
বিশ্ব-বক্ষ করি সুশোভন ।

জাননা আপনা পর বাদ-বিসম্বাদ,
নিন্দা-যশে নির্ব্বাক বধির,—
অভাব-বিভব আর হরষ-বিষাদ
সও বরি না হয়ে অধীর ।

৩

কোমলে কুসুম সম, কঠোরে অশনি,
করুণায় সরস ধরণী,—
জগতে তোমার তুল হেরি অপ্রতুল
স্বরগেও পাব কি, না জানি !

৪

যে জনা চিনেছে তোমা হয়েছে পাগল
গোপীকুলে তুমি শ্যামরায় ।
কি যেন কি মায়া রহে তোমারে আবরি
তাই প্রাণ সদা তোমা চায় ।

৫

কলুষ কালিমা মাখা এ তুচ্ছ জীবন
দূরে রই সেই ভাল মোর,—
অপূত পরশ তবে স্পর্শিবে না তোমা
বিমল পুলকে রব ভোর।

৬

অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় আলেখ্য নির্ম্মল
সযতনে রক্ষিব হিয়ায়,—
ভক্তি-প্রেম-প্রসূনেতে অর্ঘ্য অরপিব
নিরজনে সায়াহ্নে ঊষায়!

১

ইন্দ্রের অমরা মনোহর
নন্দনের পারিজাতমালা,
কুবেরের অতুল বিভব
নহি গো পিয়াসী বিনে কালা !

২

বনে বনে মরিব ঘুরিয়া
অনশন সেও ভাল মোর ;
শুধু সাধ বাঁশরীর তানে
মন প্রাণ থাকে চির ভোর।

৩

একটু নিভৃত ঠাঁই আর
একটুকু ক্ষণ-অবসর,
চাহি শুধু প্রদানিতে নিতি
ভক্তি-অর্ঘ্য ও চরণ পর।

৪

নিন্দা যশ স্তুতি অপবাদ
লাভ ক্ষতি নাহি আসে যায়,
কালা-প্রেমে আত্ম-হারা হ'য়ে
চিরদিন রব মথুরায়।

৫

কালা মোর নয়নের তারা,
কালা মোর জীবনের ধ্যান,
কালা সনে জীবনের খেলা
চিরতরে হ'বে অবসান!

১

যায় সাধ, যায় আশা, যাই ভেসে স্রোতে ভাসা

ফুলটী যেমন,

তখনো—তখনো—তার, কি মাধুরী অনিবার

উথলে কেমন!

নির্জনে বিকাশি ভবে, নির্জনে ঝরিব কবে,

সুবাস সুষমা রাশি

করি বিতরণ,

ঢেলে দিয়ে ভালবাসা, মিটায়ে মধুপতৃষা,

মানিব কৃতার্থ নিজে

সার্থক জীবন!

যায় সাধ, যায় আশা, যাই ভেসে স্রোতে ভাসা

ফুলটী যেমন!

২

সাধ শুধু করি দান, নাহি চাই প্রতিদান

ভুলেও ধরায়,

আপনা সাধনা-শেষে, মৃদু মৃদু হেসে হেসে,

লুটাব ধূলায়!

নিন্দা যশে এ ধরার, রহি সদা নির্ব্বিকার

আদরে বা অনাদরে

অথবা হেলায়;

সাধিতে কৰ্ত্তব্য চয়, উদাসীন কভু নয়,
ক্ষুদ্র এ পরাণ টুকু,
বিলায়ে সবায়!
সাধ শুধু করি দান, নাহি চাই প্রতিদান
ভুলেও ধরায়!

৩

মোর ক্ষুদ্র মন প্রাণ, দাও শক্তি ভগবান,
পুলক হিয়ায়,
চিরদিন চির যামি, যেন গো উৎসর্গি আমি
জগত সেবায়!
বিমল প্রসূন সম, কর মোরে নিরুপম,
প্রাণের বাসনা যেন
বিফলে না যায়,
জীবনের কাজ শেষে স্নেহময়ী মার বেশে
দিও কোল একবার
জুড়াব হিয়ায়!
মোর ক্ষুদ্র মন প্রাণ, লও আজি ভগবান,
সঁপিনু তোমায়!

১

এ তুচ্ছ জীবনে তোমারি বাসনা
হউক সফল হরি,
আপনা আমার রেখো না কিছুই
কাতরে মিনতি করি ।

২

বাদকের করে বীণাটীর মত
আমি যে রহিতে চাই,
মধুর সুস্বরে বাজাবে আমায়
বিষাদ-ভাবনা নাই !

৩

হৃদয় আসনে রাখিও হে দেব,
দু'খানি চরণ তব,
পূজিয়া আমার জুড়াব হৃদয়
লভিব আরাম নব ।

৪

দিবসে প্রভাতে সন্ধ্যা নিশিতে
না যেও কখনো ফেলে,
ধুইবারে যেন পারি ও চরণ
পূত আঁখি ধারা ঢেলে ।

১

কিবা জানাইব জানাবার আগে
সকলি জানিছ তুমি,—
তব পথ চেয়ে যেতে চাহি বয়ে
ও রাতুল পদ চুমি।

২

সব কিছু মাঝে তোমারি মহিমা
প্রকাশিতে চাহি প্রাণে,-
সবার ভিতরে তোমার রাগিণী
বাজে সাধ মোর কাণে।

৩

আলোক-আঁধার হরষ-বিষাদ
হোক্ সমতুল সব,
বাজুক নিয়ত হৃদয়ে আমার
তোমারি বীণার রব।

৪

জীবনে আমার হে দীন দয়াল!
এই শুধু আর সাধ,
ভুলিয়াও যেন না চলি বিপথে
ক্ষম ত্রুটি অপরাধ।

১

আমি হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া কাঁদিয়া
গাইব তোমারি গান,
তুমি চিরদিন জাগিও হৃদয়ে
প্রেমময় ভগবান।

২

আঁধারের পথে চলিব যখন
ফেলিয়া আলোক রাশি,
করে ধরি মোরে আনিও ফিরায়ে
আলোকে আঁধার নাশি!

৩

যাহা নিরমল পবিত্র ধরায়
ডুবায়ে রাখিও তায়,—
এই মাগি পদে তোমা বিনে হৃদি
যেন কিছু নাহি চায়!

পঞ্চম স্তবক।

পঞ্চম স্তবক।

১

এতদিন গেয়েছিনু হরষের গান
দেখেছিনু সুখের স্বপন ;
কি যেন মদিরা-মোহে ছিলাম বিভোর
আপনারে হয়ে বিস্মরণ !

২

জীবনের মহা ভুল ভাঙ্গিয়াছে আজ
চারিদিকে নিবিড় আঁধার ;—
পথ-হারা দিশা-হারা না পারি চলিতে
কোথা প্রভো ! এস একবার !

১

যদি নিতি নাহি দিতে এত স্বাধীনতা,
যদি না করিতে হায়, এতটা নির্ভর ;
যদি বা বিপথে যেতে দেখাইয়ে ভুল,
চালাতে সতর্ক করি মোরে নিরন্তর ;
বোধহীন কোল-হারা শিশুসম আজি
কাঁদিতে হ'তনা মোরে করি হাহাকার,—
কেবলি বাঁশরী হাতে হাসিয়া হাসিয়া
"ঠেকে শেখ" এই নীতি বুঝায়েছ সার।

২

পাইনিকো উপদেশ অথবা আদেশ
কেমনে উত্তীর্ণ হব ভবপারাবার ;
চলিতে সংসার-পথে প্রতি পাদক্ষেপে
বাধা পেয়ে ফিরিয়াছি দুঃখে অনিবার,
জ্ঞানহীন বোধহীন ক্ষুদ্র শিশু সম
না পারি দাঁড়াতে হায় আপনার পায়ে ;
এখনো সময় রহে—গোধূলি সুদূরে—
মুক্তির দুয়ার মোরে দাও দেখাইয়ে !

মাধবী ঃ

১

তুমি যখন ডাক্‌লে প্রভো !
আদর করে সোহাগ ভরে,
তখন আমি রহিনু ডুবে
আপনা লয়ে মোহের ঘোরে ।

২

মধুর ডাক্ হায়রে তাই,
পশেও যে পশেনি কানে,
ভুলেও হায় ! ভাবিনি তাই
বেদনা আজ বাজ্‌বে প্রাণে !

৩

তুমি যখন হেলার ঘায়
ফির্‌লে ধীরে মলিন মুখে,
সহসা মোর টুট্‌ল মোহ
দারুণ ব্যথা বাজ্‌ল বুকে ।

৪

আবেগ ভরে ছুটিনু পিছু
তখন তুমি অনেক দূরে,—
আকুল ডাক্ বিফলে গেল
বিরল মেঘ হৃদয় জুড়ে !

৫

হারান ধন লভিয়ে পুনঃ
হারাই পুনঃ স্বভাব দোষে,—
কাজের মত কাজেতে আর
আপনা নই আপন বশে !

৬

তুমি যে হও প্রেমের খনি,
করুণা-দয়া ভূষণ তব ;
মিনতি পদে ফিরিয়ে এস !
এবার দেব ! তোমার হব।

মাধবী।

১

যদিও চরণাঘাতে দলিলে হৃদয়
তা বলে ভেবনা মনে পেয়েছি যাতনা প্রাণে
সুখের স্বপন মোর ভগন বিলয়।

২

চরণ আঘাত তব কুসুম পরশ,—
মধুপ গুঞ্জন সম বাজে যে শ্রবণে মম
তোমারি গঞ্জনা যত জাগায় হরষ।

৩

না চাহি তোমার কাছে কভু প্রতিদান,
নিয়ত আনত শিরে তব হেলা লই বরে'
তাহাও ভাবিয়ে মনে তোমারিত দান।

৪

ভালবাস নাহি বাস নাহি ক্ষতি তায়,
হইয়া আপন ভোলা হৃদয় পরাণ খোলা
গোপনে অঞ্জলি নিতি দিব তব পায়।

মাধবী।

১

আমারি শ্রবণ পাশে
তাহারি অযশ গাথা,
গাহিও না ভিক্ষা এই,
বাজে তায় বড় ব্যথা !

২

হোক্ ভাল, নাহি হোক্,
করি না বিচার এত,
তাহারি চরণ তলে
সদা শির অবনত।

৩

তাহারি গৌরবে আমি
গরবিনী এ ধরায়,
তাহারি ব্যথায় মম
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়।

৪

বিশাল এ বসুধায়
সেই শুধু মোর সার ;
অতি তুচ্ছ তার কাছে
যাহা রহে ভবে আর।

৫

জগত দলিয়া যাও
লাভ ক্ষতি নাহি তায়,
জুড়াইব দগ্ধ হিয়া
ওই স্নিগ্ধ পদছায় !

৬

জানি আমি সে কেমন
কি হবে জানায়ে আর,-
হোক্ সে যেমন হয়,
জানি শুধু সে আমার !

———

মাধবী।

১

বিরহে স্মৃতির মালা
যতনে রচনা করে,
পাশরি অভাব যত
তাহাই গলায় পরে।

২

মনে মনে রাখি সাধ—
লভিলে দরশ তার,
প্রাণের লুকান গাথা
দিব পদে উপহার।

৩

যবে সে নয়ন আগে
দাঁড়ায় মধুর হেসে,
আপনা বিস্মৃত হই
ভাষা নাহি থাকে বশে।

৪

নয়নে নয়ন রাখি
অনিমেষ চেয়ে থাকি,
তবু যে মিটে না তৃষা
রহে যেন কত বাকী !

৫

অমরা-অমিয়া সদা
তারে ঘেরি জাগি রয়,
বিষাদ-ভাবনা তাই
দরশে পলকে লয় !

১

এসেছিল, চলে গেল,
　　　　ফুরাইল সব আশা,—
শূন্য-মন, শূন্য-প্রাণ,
　　　　স্মৃতি-স্রোতে শুধু ভাসা!

২

সময় পাইনি হায়,
　　　　আঁখি তুলে হেরিবার,
প্রাণের আবেগ ব্যথা
　　　　নিবেদিতে একবার।

৩

মেঘের বিজুলি হেন
　　　　এই ছিল, এই নাই—
যেথা সে গিয়াছে সেথা
　　　　প্রাণ করে যাই যাই!

৪

হৃদয়ের আকুলতা
　　　　বিরহ-বিষাদ-ভার.
বিতরিয়ে প্রেম-সুধা
　　　　কবে সে নাশিবে আর?

———

১

আজি না পারি গাহিতে গান!
সাধের বাঁশরী বাজিছে বেস্থুরে
ভুলিয়া গিয়াছি তান!
আপনার রহে যা' কিছু বিভব
সকলি সরায়ে দূরে,
প্রিয় দরশন একখানি মুখ
জাগে শুধু মন-পুরে!

২

আজি না পারি রচিতে মালা!
বৃথা আহরিনু যতনে প্রসূন
জুড়াব বলিয়া জ্বালা!
শুধু সে চাহনি, সেই হাসি রাশি
মধুর অমিয়-বাণী,
বুক ভরা প্রেম অনুরাগ ধারা
গ্রাসিল জীবন খানি!

৩

আজি টুটিয়া বাঁধন চয়
সকল হৃদয় আকুলি বিকুলি
খুঁজে তারে বিশ্বময়!
এই তারে পাই, এই যে হারাই,
লুকোচুরি করে খেলা,—
যেই ছবিখানি নিয়েছি কাড়িয়া
তা লয়ে যাপিব বেলা!

১

কেন সে এলনা হায় !
বেলা যে বহিয়া যায় !
দিবানিশি প্রাণ করে তার ধ্যান
কেন সে বুঝে না হায় ?
কিবা আছে আর মোর এ ধরায়
কি লয়ে রহিবে প্রাণ ?
বহু সাধনায় লভেছিনু তায়
সে যে গো প্রেমের দান !

২

কেন সে এলনা হায় !
বেলা যে বহিয়া যায় !
চেয়ে পথ পানে করি আশা প্রাণে
আশা ত পূরে না হায় !
অহো কি নিঠুর ! হিয়া করে চুর
কি করে পাষাণ প্রাণ !
এত ব্যথা পাই কেন তারে চাই
করিবা তাহারি ধ্যান ।

৩

কেন সে এলনা হায় !
বেলা যে বহিয়া যায় !
চায়না সে মোরে তবু আমি তারে
কেন এত খুঁজি হায় !
আমি যে তাহারি সেই যে আমারি
সকল হৃদয় জুড়ে !—
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
পূজিব মানস-পুরে !

——

১

স্মরিতে তোমার স্মৃতি
ভাবিতে তোমার কথা.
প্রাণে বড় লাগে আজ
নিদারুণ পাই ব্যথা।
জানি নাই তোমা বিনে
ভাবি নাই কিছু আর.
লুকান স্বরগ-সুধা
তোমাতে লভিনু সার।

২

আমি যে তোমার দেব !
কতই স্নেহের ধন,
মোর তরে কত হায় !
সহিয়াছ নির্য্যাতন !
জাগিলে সে সব স্মৃতি
হায়রে মানসে মম,
হৃদয় দগধ হয়
ঘোর তুষানল সম।

৩

অনন্ত শ্মশান আজি
রাধিকার বক্ষে হায়,
কত দিন হল গত
চলে গেছ মথুরায়।
তোমার বিহন আজো
ভ্রম হয় স্বপ্ন সার,
আহা! যদি তাই হ'ত
কি ছিল বেদনা আর

৪

হায় দেব! সদা যে গো
ছিলে তুমি কৃপাময়,
ছিল নাকো আত্মপর
ভেদ জ্ঞান স্বার্থময়।
মুছায়ে আমার অশ্রু,
আমাতে সঁপিয়া মন,
আমারে আপন করি
যাপিলে যে বৃন্দাবন।

৫

তোমার বিহনে দেব !
আমি যে অনাথা প্রায়,
বিষম বেদনা বুকে
করে আজি হায় হায় !
বিমল আনন্দ মাঝে
বিষম অনল জ্বেলে,
কেন আজি অসময়ে
গিয়েছ আমারে ফেলে ?

৬

তুমি নাই, চলে গেছ,
ভাবিতেও ব্যথা পাই,
তোমারে পাইব ফিরে
মনেরে বুঝাই তাই !
প্রাণ প্রিয়জন ত্যজি
হে দেবতা প্রেমময় ;
তুমি যে রহিবে দূরে
এ কভু সম্ভব নয়।

৭

নয়ন আড়ালে মোরে
কর নাই ক্ষণ-তরে,
কত ব্যথা পেতে হায় !
রহিতাম যবে সরে ।
কত যত্ন স্নেহাদর
কতই সোহাগ হায়,
লভিতাম তব কাছে
অবোধ শিশুর প্রায়

৮

তোমার বিহনে দেব !
দহি এবে দিবানিশি,
হারাইনু সুখ শান্তি
মরুভূ যে দশদিশি ।
আঁখিজলে বুক ভাসে,
বেদনায় ফাটে প্রাণ,
এত যে ললাটে ছিল
কে জানিত ভগবান !

৯

যে দিন প্রথম ভবে
জনমিল এ জীবন,
বুঝি বা ভবিষ্য স্মরি
কেঁদে ছিল সারা মন।
তোমার অগাধ প্রেমে
বেঁধে ছিলে প্রেমময়,
টুটেছে বাঁধন এবে
প্রাণে আর নাহি সয়!

১০

তোমার অভাবে দেব!
বড় শূন্য এ সংসার,
রাখিতে পারি না প্রাণ
কত দুখ সহে আর?
দয়ার সাগর তুমি,
প্রেমময় ক্ষমাময়,
ফিরে এস হৃদে আজি
হোক্ শান্ত এ হৃদয়।

———

মাধবী

১

আমার নিজন ঘরে
আমি, রহিব একেলা পড়ে
ধরার আলোক বায়ু
হেথা পশোনা করুণা করে !

২

চাঁদের অমিয় রাশি
বিকচ কুসুম হাসি
এ মিনতি আঁখি আগে
কভু দিওনা দরশ আসি !

৩

আমার কুটীর-দোরে
কোকিল পাপিয়া ওরে,
তুলোনা ললিত তান
নিবেদন করযোড়ে !

৪

অবনীর ভালবাসা
সুখ-সাধ-প্রীতি-আশা
আমার মানস পুরে
কেহ বেঁধনা আপন বাসা !

৫

ভব কোলাহল হতে
আপনারে কোন মতে
রাখিতে সরায়ে দূরে
বাসনা আমার চিতে।

৬

বসুধা পাবক প্রায়
পরশিলে দহে তায়
অবোধ না বুঝে তবু
কুহকে ছুটিয়া যায়!

৭

নির্জনে নীরবে আমি
সমাধিত দিবা যামি
গোপন সাধনা মম
তব প্রতীক্ষায় স্বামী!

৮

সকল হৃদয়ময়
সুগভীর আশা রয়
সাধনার অবসানে
দিবে তুমি পদাশ্রয়।

মাধবী।

আমার প্রাণের প্রাণ,
নয়নে নয়নতারা
জীবনে জীবন ধন,
অতুল অমিয় ধারা।
শূন্য করি পূর্ণ প্রাণ,
আঁধারি' অমরাপুরী,
জ্বালাইলে দাবানল
সারাটী মরম জুড়ি'!
কি কুহকে আছ ভুলি
কোন্ মোহ মদিরায়?
জাগে না কি কভু চিতে
বিরহিণী রাধিকায়?
তেমতি সকলি রহে
তোমারি প্রেমের দান,
তুমি বিনে কিছু নাই
হয় শুধু এই জ্ঞান।
এস ফিরে প্রেমময়!
দয়ার ভিখারি আমি,
জনমে জনমে প্রাণ
তোমারি যে চিরকামী।

১

সখি! ওই বুঝি শোনা যায়
প্রাণ মন হারী শ্যামের বাঁশরী
"রাধা, রাধা" বলে গায়।
ভকতের পূত অশ্রু-হিম-নীরে
অবগাহি উষারাণী,
আসিছেন যেন উড়ায়ে সুধীরে
কনক আঁচল খানি,
গাহে মাঙ্গলিক পিক-কুলবধূ
দেয় 'হুলু' নির্ঝরিণী,
কুলু কুলু তানে বাজায় বাজনা
তালে তালে তরঙ্গিণী।

২

সখি! ওই বুঝি শোনা যায়
প্রাণ মন হারী শ্যামের বাঁশরী
"রাধা, রাধা" বলে গায়।
চলেছে রাখাল, লইয়া গোপাল
মাঠ পানে দলে দলে
প্রিয় সহচর না হেরিয়া ডাকে
"কানাই, কানাই" বলে?
বলরে সজনি, কোথা রহে আজি
প্রেমের ঠাকুর মোর,—
তারি অভাবেতে হৃদি-বৃন্দাবনে
বিরাজে আঁধার ঘোর।

৩

সখি! ওই বুঝি শোনা যায়
প্রাণ মন হারী শ্যামের বাঁশরী
"রাধা, রাধা" বলে গায়!
দরশন-সুধা-লালসে পিয়াসী
কোথা সে নয়ন-মণি?
মধুপ-গুঞ্জন হয় মোর ভ্রম
তাহার নূপুর ধ্বনি!
চমকিত মন চকিত শ্রবণ
ওই বুঝি আসে শ্যাম.
পাগলিনী বেশে ধাই উভরায়—
পূরেনাত মনস্কাম!

৪

সখি! ওই বুঝি শোনা যায়
প্রাণ মন হারী শ্যামের বাঁশরী
"রাধা, রাধা" বলে গায়।
বুঝেছি সজনী! ভুল পলে পলে
না বাজে শ্যামের বেণু,
সে যে ভুলিয়াছে, কি আছে রাধার
বিনে সে পরাণ' কানু?
ওলো সখি! আজি আমারি হৃদয়ে
বাজিছে মুরলী তার,—
দিবানিশি র'ব তাহাতে মগনা
বাজ বাঁশী অনিবার!

১

মরমের কথা হৃদয়ের ব্যথা
শুনলো সজনী আজ,
হরিয়া আমার হৃদয় সে যে গো
হানিয়া গিয়াছে বাজ !
ধরণীর যত বিষাদ ঝঙ্কার
লইয়া পসরা শিরে,
জীবনের মোর কর্ণধার করি
ভাসাই তরণী ধীরে,
যা কিছু আপনা তাহারি চরণে
সকলি করেছি দান,
তাহার রাগিণী ধরিয়া ফিরিয়া
ধরে হৃদে নানা তান !

২

মরমের কথা হৃদয়ের ব্যথা
শুনলো সজনী আজ,
হরিয়া আমার হৃদয় সে যে গো
হানিয়া গিয়াছে বাজ !
সরবস্ব তারে করিয়াও দান
না পারি রাখতে তারে,
কভু নিরাশায় কভু বা আশায়
হৃদয় পাগল করে !

আঁখি আগে সে যে সৌদামিনী সম
ক্ষণ তরে উঠে ভাসি
পলক ফেলিতে ঘটায় বিভ্রাট
সুদূরে বাজায় বাঁশী !

৩

মরমের কথা হৃদয়ের ব্যথা
শুন লো সজনী আজ,
হরিয়া আমার হৃদয় সে যে গো
হানিয়া গিয়াছে বাজ !
প্রাণ ভরে তারে ভালবাসি বলে
ডাকি বলে বার বার,—
'আসি' 'আসি' করে সে যে যায় সরে
দিয়ে অশ্রু উপহার !
তার তো রয়েছে অনন্ত অপার
মোর ত কিছুই নাই,—
বুঝিয়াও সে যে বুঝেনাক ব্যথা—
বড় দুখ প্রাণে পাই !

৪

মরমের কথা হৃদয়ের ব্যথা
শুনলো সজনী আজ,
হানিয়া আমার হৃদয় সে যে গো
হানিয়া গিয়াছে বাজ!
সকলি সজনী সঁপিনু শ্যামেরে
রহে শ্যামময় প্রাণ,
এত তুচ্ছ যদি কি হইবে বহি'
তাও দিব তারে দান!
দেহ অবসানে সমীরণ হয়ে
মিশে রব শ্যাম সনে,
বিরহেতে তবে হবে না ভুগিতে
একাকিনী বৃন্দাবনে।

মাধবী।

১

আমার প্রাণের কথা আমার প্রাণের ব্যথা,
প্রাণেই লুকানো সাথী, থাক্,
নীরবে নীরবে মোর নিরালায় নিরজনে
জীবন-প্রদীপ নিভে যাক্!

২

শুধু এই শেষ সাধ, করুণ রাগিনী মোর,
গাহি আজি আর একবার—
বুঝিনা জানিনা আমি, দু'খানি চরণ বিনে,
এ ধরায় কিছু যে গো আর!

৩

জীবন যৌবন মম এ হৃদয় কলেবর,
সবিতো করেছি তাঁরে দান,
ভুলেও আপনা তরে রাখিনি কণাও তুলে
তবু হায়! ঘটে প্রত্যাখ্যান!

৪

জীবন মরণ মম, প্রেম প্রীতি-ভালবাসা,
বিপদ বিষাদ সুখ দুখ,
ও পদে নির্ভর সাধ, বিশাল ধরায় মোর
ওইতো ভরসা একটুক।

৫

প্রীতি-ফুল্ল ও বয়ানে,   আমরি ! নীরবে কিবা
স্বরগ-মাধুরী রাশি জাগে,—
নিরখি মিটে না তৃষা   অভিনব রূপে নিতি
দেখা দেয় মম আঁখি আগে !

৬

ধারণা অতীত সে যে,   জ্ঞানহীন আমি হায় !
বুঝিনাকো আজো তাই তাঁরে ;—
তথাপি মুগধ হয়ে,   ভকতি অরঘ লয়ে,
রহি তাঁরি প্রতীক্ষায় দ্বারে !

৭

যদিও অযোগ্য আমি,   জগতে ঘৃণিত তুচ্ছ,
পাপে তাপে এ জীবন ম্লান,
কত প্রেম ভালবাসা   কত প্রীতি-স্নেহাদর
অকাতরে করে তবু দান !

৮

স্বার্থময় এ ধরণী   পারে নাকো বুঝিবারে
সুগভীর ভালবাসা হায় !—
তাহারে সরায়ে দূরে   করে বৃথা আয়োজন
বাঁধিবারে হৃদি-যমুনায়।

৭

৯

জানেনা বাঁধিতে গিয়ে, বাঁধন শিথিল হবে,
বিফল হইবে আয়োজন,—
হেলায় হারালে পরে, কাঁদিয়া পাবেনা তারে.
ক্ষুদ্র প্রাণ হইবে ভগন !

১০

শুধু যে বাসনা রয়, তারি সনে এক হয়ে,
মুক্ত করি নির্ব্বাণের পথ,—
ঘুচুক্ আমার সাধ, জীবনে পূরণ হোক্,
তা'রি হয় যাহা অভিমত !

ষষ্ঠ স্তবক।

ষষ্ঠ স্তবক।

১

হে মম জীবন-আলো,
পরাণ-পরাণ,
নিঠুর বিরহ আজি
হ'ল অবসান!
আশা মোর কাণে কাণে
রেখেছে অভয় দানে
ভগন হৃদয় তাই
বেঁধেছি আবার!

২

আহা কি মধুর তুমি!
সুধা-পারাবার,—
চরণ-পরশে তব
ঘুচে হাহাকার!
সুমহান্ নভ সম
হৃদি তব অনুপম
অকলঙ্ক পূর্ণ-শশী—
তুমি যে আমার!

৩

পাপ তাপ হিংসা দ্বেষে
এ ধরণী ভরি রয়,
তব কায়ে তারি ছায়া
লাগে তারি করি ভয়!
কোথায় রাখিব তোমা
পাই নাকো ভেবে সীমা,
হৃদি চিরে রাখি পুরে
সদা প্রাণে সাধ হয়।

৪

বিরহে মিলনে তুমি
ঘুমে জাগরণে নিতি—
রহ প্রাণে সঙ্গোপনে,
লভি তাই কত প্রীতি!
তব প্রেম-মন্দাকিনী
সুখ-শান্তি প্রবাহিনী—
মৃতে সঞ্জীবনী লভি
তাই ওগো প্রেমময়!

১

আজি বেঁধেছি ভগন প্রাণ!
কানু নাই বলে, নয়নের জলে,
না গাব করুণ গান!
রহে কুমুদিনী সরসী-সলিলে
সুদূরে চাঁদিমা বিশাল সুনীলে
তা বলে কি কভু ছাড়াছাড়ি দোঁহে
নাহি কি প্রেমের টান?

সখি! বেঁধেছি ভগন প্রাণ!

২

আজি বেঁধেছি ভগন প্রাণ!
বহুদূর হতে কুমুদ যে মতে
করে গো আপনা দান।
শ্যামের চরণে চিরদিন রাধা
কঠিন নিগড়ে তেমতি যে বাঁধা
টুটে এ বাধন শকতি কাহার
কেবা হেন বলীয়ান?

সখি! বেঁধেছি ভগন প্রাণ!

৩

আজি বেঁধেছি ভগন প্রাণ!

যাক শ্যামরায় যেথা সাধ যায়

নাহি আর ব্যবধান!

কালার বিরহ কালার মিলন

দুই সখি! মোর মধুর মোহন—

লভি কিসে বেশী পুলক আরাম

নাহি মোর সেই জ্ঞান!

সখি! বেঁধেছি ভগন প্রাণ!

৪

আজি বেঁধেছি ভগন প্রাণ।

ওই শ্যামরূপ কিবা অপরূপ

নাহি রহে লাজ মান!

অভিমানে যবে মুদি গো নয়ন

কি জানি কেমনে ভুলায় সে জন

আপন অজ্ঞাতে পড়ে যে লুটিয়া

ও চরণে দেহ প্রাণ!

সখি! বেঁধেছি ভগন প্রাণ!

৫

আজি বেঁধেছি ভগন প্রাণ!

দূরে যবে রয় উজলে হৃদয়

হইয়া সাধনা-জ্ঞান!

মুদিয়া নয়ন মেলিয়া নয়ন

সদা হেরি তার সহাস বদন

চির সম্মিলন দুজনার মাঝে

নাহি কভু ব্যবধান!

সখি! বেঁধেছি ভগন প্রাণ!

৬

আজি বেঁধেছি ভগন প্রাণ!

বিরহে মিলন, মিলনে মিলন,

কভু নহে দূরে শ্যাম!

শ্যামের সুষমা কুসুম-কাননে

শ্যামের পরশ মলয় পবনে

শ্যামের বাঁশরী ওই শোন বাজে

পিককণ্ঠে সুধাতান!

সখি! বেঁধেছি ভগন প্রাণ!

৭

আজি বেঁধেছি ভগন প্রাণ!

ঝরঝর নদী গাহে নিরবধি

ওই শোন শ্যাম নাম!

শ্যামের প্রতাপ হের দিবাকরে,

শ্যাম-গভীরতা ওই ত সাগরে,

শ্যাম-উদারতা অসীম গগনে

ওই হের জ্যোতিষ্মান্!

সখি! বেঁধেছি ভগন প্রাণ!

৮

আজি বেঁধেছি ভগন প্রাণ!

ওলো সখি তোরা বাজা সপ্তস্বরা

ভুলে গিয়ে ভেদ জ্ঞান!

শ্যাম-প্রেম-স্রোতে ভাসুক্ ধরণী

শ্যাম-সম্মিলনে নাচুক ধমনী

শ্যাম মধুনামে সকল বেদনা

হোক্ আজি অবসান!

সখি! বেঁধেছি ভগন প্রাণ!

মাধবী।

১

যেমন আছি তেমনি ভাল
চাই না হতে সাধের রাণী,
জীর্ণ-চীর কুসুম-মালা
এ লয়ে যাক্ জীবন খানি!
আপন করে চরণ সেবি
জনম মম সফল মানি,
নিরখি ওই বদন শশী—
ভুলিয়া যাই বিষাদ গ্লানি।
বিজনে এই পর্ণ-কুটীর
অমরা বলে এরেই গণি,
অতি তুচ্ছ ইহার কাছে
রাজার যত হীরক মণি।
গাছের মিষ্ট রসাল ফলে
রাজ ভোগেরে দেয় যে লাজ,
দিন তো কাটে মনের সুখে
কেন সে সাধ হৃদয়রাজ?

২

রাজ্যের সাধ ত্যজহে প্রভো!
নর-শোণিতে খেলোনা হোলি,—
হায় রে কত ভাঙ্গবে চিত
শুকাবে কত অকালে কলি!

প্রদানি দুখ লভিয়া ব্যথা
　　সুখ কি তাহে নৃপতি হয়ে ?
যেমনি আছ তেমনি থাক
　　যাক জীবন এমনি বয়ে ।
প্রসূন তুলি রচিব সুখে
　　কত কঙ্কন-কিরীট-হার,
সেই ভূষণে সাজিব দোঁহে
　　নাই তুলনা ভুবনে তার !
বনের পাখী তরু বল্লরী
　　হরিণ-শিশু মোদের সাথী,
আপনা ভুলে তাদের সনে
　　তোমারে লয়ে রহিব মাতি !

৩

কাজ কি নাথ ! রাজ-গিরিতে
　　জীবন তাহে অধীন প্রায়,—
বিপদ পদে ভাবনা জালে
　　রাখবে বেঁধে কি লাভ তায় ?
বাড়বে তৃষা নিত্য শুধু
　　আশার শেষ কোথাও নাই,—
হয়ত হায়, নকল পেয়ে
　　আসল দেখা নাওবা পাই !

১

যাহা যখন হৃদয়ে জাগে
আপন বীণে বাজাই তাই,
কে কি ভাববে কে কি বল্‌বে
সুর বেসুরে গেয়ান নাই!

২

বাজাই বীণা আপন তানে
হর্ষ বিষাদ নানান্‌ সুরে,—
আপনি ঢালি গরল সুধা—
নিতি আপন মানস-পুরে।

৩

আমি যে গাই কেউ জানে তা'
মোটেই কেহ নাই বা মানে,
সুদূর হতে রাগিণী শুনি
নিন্দা যশ যা' অপরে দানে!

৪

জগত চক্ষু আড়াল থেকে
নীরব রয়ে নীরবে হাসি,
লীলাময়ের অপার লীলা
রয়েছে সদা জীবন গ্রাসি।

গাওরে মোর হৃদয় বীণা
পরাণ খুলে মধুর সুরে,—
যে নামে মোর আরাম সুখ
বিষাদ ব্যথা যায়রে দূরে!
একা যে জন হাজার মম,
নির্জন গৃহে বিপদ ঘোরে,
ফেলেও গেলে সবাই, যিনি
যান না ফেলি কখন মোরে!
বাজরে বীণা! তাঁরই নামে
প্রেমের যাঁর নাই তুলনা,—
ভাবলে যাঁরে জুড়ায় হিয়া
যায়রে দূরে ভয় ভাবনা!
গাওরে বীণা! গাওরে বীণা!
আবার সুখে তাঁরই গান,—
জীবন মম সফল হো'ক
সরস হোক্ নীরস প্রাণ!

মাধবী।

১

আজি হারান দেবতা পেয়েছি ফিরিয়া
দীনের নিভৃত মানসপুরে,
তাই ভব-কোলাহলে বধির শ্রবণ
বিষাদ ভাবনা গিয়াছে দূরে।

২

আজি এ মলিন ধরা নিরখি অমরা
বিরাজে অমর মাধুরীময়,
যত কুসুম-সুষমা শারদ-জ্যোছনা
ঘেরিয়া কেমন চৌদিকে রয়।

৩

আজি মিলন-মধুর-সাজে সুশোভিয়ে
যেন লো প্রকৃতি হরিছে প্রাণ,
আজি সাগরে ভূধরে গহনে গগনে
উঠিছে উলসি মিলন তান!

৪

তুমি কঠিন-কোমল অমিয়-গরল
(তাই) কভু হাসি কভু মরি যে কেঁদে,
আর বিরহ-বেদনা দিব না আসিতে
প্রেম-ডোরে তোমা রাখিব বেঁধে!

মাধবী।

১

হৃদয়ে রাজ, হে হৃদিরাজ!
জুড়িয়া হৃদয়খানি,
ব্যর্থ জীবন হউক্ ধন্য
সফল জনম মানি।
পূত পরশে হৃদয়-তন্ত্রী
উঠুক্ মধুর বাজি
প্রসাদে তব নব চেতনা
লভুক্ পরাণ আজি!

২

হৃদয়ে রাজ, হে হৃদিরাজ!
জুড়িয়া হৃদয়খানি,
বিমল হোক্ হৃদয় মম
ঘুচুক্ অভাব গ্লানি।
জীবন-তরী তোমারি পানে
চালাও দিবস-রাতি,
সকল মোহ করুক নাশ
তোমারি উজল ভাতি

———

১

বিভো !

নাহি বা রহিল আপনা ধরায়
ভূষিতে যতনে প্রাণ।
নাহি বা লভিনু স্নেহাদর দয়া
বিভব সুযশ মান।
নাহি বা হইল হাসি কলরোলে
মুখরিত দীন গেহ,
তা' বলিয়ে নাথ ! তব করুণায়
রহে কি বঞ্চিত কেহ ?

২

বিশ্ব মহা-যাগে প্রদানি আহুতি
সব ধন আপনার,
আজি হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে
রাখি তোমা প্রেমাধার।
একা অসহায় অনাথ ভাবিয়ে
কাঁদিনাক আর ভয়ে,
তোমাতে বিশ্বাস নির্ভর যাহার
সে যে গো অশনি সহে।

৩

গোধূলি উষায় হৃদয় খুলিয়া
বিহগ কাকলী সনে,
তোমার মহিমা গাহি নিতি দেব !
পুলকে আপন মনে।
প্রীতি-ফুল্ল মুখে সাধি নিজ কাজ
বিকচ কুসুম সম,
দিবা শেষে নিতি তব পদে ঢলি
পড়ে গো হৃদয় মম।

৪

মোহ-ছলে কভু হারাইয়ে তোমা
গভীর আবেগ প্রাণে,
বিরহ-কাতরা তরঙ্গিণী সম
ছুটে চলি তব প্রাণে।
তব দয়া প্রেম মমতা আদর
করেছে পাগল মোরে,
যদিও বেঁধেছ কঠিন নিগড়ে
বাঁধ প্রভো চির তরে।

সপ্তম স্তবক।

সপ্তম স্তবক।

১

অকুণ্ঠ প্রেম তব অতুল উদার
কি গভীর! কি মহান্! মর্ম্মস্পর্শী কিবা!
ভবের সুখের তরে খাটিছ বেগার
অক্লান্ত অম্লান ভাবে ভুলি আপনায়।
সহিয়াছ ধরণীর অযশ লাঞ্ছনা
পরিহাস ঝঞ্ঝা কত নিতি শির পাতি
যেমতি আশীষ-দূর্ব্বা ভক্ত নত শিরে
সাদরে গ্রহণ করে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে।

২

বুক ভরা প্রণয়ের কণা প্রতিদান
না লভি'ও প্রেম তব হয় নি কো হ্রাস,
ঢালিয়াছ অবিরল প্রেম সুধারাশি
শ্রাবণের বারি হেন অজস্র ধারায়।
আপনার লাভ ক্ষতি পলকের তরে
তোমার মানস পটে উঠেনি জাগিয়া,
আমারি সুখের তরে পরিশেষে মরি!
বিকাইলে আপনারে জগত-সেবায়।

মাধবী।

১

হে প্রেম! অসীম গগন-স্পর্শী হিমাচল সম
স্থির ধীর সুগভীর অচঞ্চল তুমি,
বিপদ-বিষাদ বজ্র না পারে টলাতে
লভি' পরাজয় ফিরে নত শিরে চুমি'।

২

বিচ্ছেদ-বেদনা-দৈন্য-পরিহাস-ঝঞ্ঝা
না পারে টুটিতে তব সুদৃঢ় বাঁধন।
ঘাতে প্রতিঘাতে আরো জীবন্ত উজ্জ্বল
হও তুমি অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চন যেমন।

পবিত্র বিমল তুমি স্বর্গীয় সুন্দর
না পশে শ্রবণে তব ভব-কোলাহল,
শান্ত স্নিগ্ধ সুমধুর ত্রিদিব অমিয়া
তোমারে ঘেরিয়া সদা করে ঝলমল।

৪

তোমারে লভিয়া চিত্তে, হে চির নবীন!
আত্মহারা মাতোয়ারা ভাবুক জীবন,
মোহন প্রকৃতি তব তাই তো নয়নে
ধরায় অমরা হেরে প্রেমিক যে জন।

১

প্রেমের ভিখারী কে তুমি প্রেমিক,
হৃদয়-শ্মশানে গাইছ গান ?
মরুভূ-ভীষণ শ্মশান মশান
শোভে কি হেথায় ও প্রেমতান ?

২

ভব তাড়নায় ভগন হৃদয়
বিফল নিরাশ তিমির কি যে.—
প্রেম-পারাবারে কেন ঝাঁপাইয়ে
বাসনা-অকূলে হারাবে নিজে ?

৩

অকৃত্রিম প্রেম অপ্রতুল ভবে
প্রেমে পরিণামে বিষাদ তাই,—
তৃষাহীন প্রেম অমরার ধন
হতাশ-বিষাদ তাহে গো নাই !

৪

হে প্রেম-পিয়াসী ! প্রেমিক চকোর !
না চাহি ভুলেও প্রেমপ্রতিদান,
আপন প্রাণের প্রেম সুধা ঢালো
লভিবে সন্তোষ জুড়াবে প্রাণ।

১

মিছে কেন ল'য়ে প্রাণে ও ভুল ধারণা ?
বারিধির বারি কভু হয় কি তুলনা ?
উদার অম্বরবুকে, নিতি কত তারা ফুটে,
পার কি করিতে কেহ তাহার গণনা ?
সমুন্নত হিমবান, কি বিরাট, কি মহান্,
পেয়েছ কি কভু তার খুঁজিয়া সীমানা ?
মিছে কেন ল'য়ে প্রাণে ও ভুল ধারণা ?

২

প্রেম কি কথার কথা নিশার স্বপন ?
আলেয়ার ক্ষণ-রশ্মি বুদ্‌বুদ মতন ?
পদ্ম পত্রে ধারা প্রায়, অথবা কি ভাব তায়,
তাই কি গো বারে বারে সুধাও এমন ?
জীবন নগণ্য ছার, ভালবাসা অনন্তার,
কেমনে বুঝাব সখে, প্রেম কি রতন ?
প্রেম কি কথার কথা নিশার স্বপন ?

৩

প্রেম যে শাশ্বত সুধা মৃতের জীবন,
নিরাশ-আঁধারে আলো মিহির মতন।
দগ্ধ প্রাণে স্নিগ্ধধারা, লক্ষ্য পথে ধ্রুব তারা,
জীবনে মরণে চির করে জাগরণ।
বিচ্ছেদ বিরহে তাই, ছাড়াছাড়ি কভু নাই,
গোপনে অমিয়া প্রাণে করে বিতরণ।
প্রেম যে শাশ্বত সুধা মৃতের জীবন॥

৪

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি ক্ষুদ্র এ হৃদয়,
ভাব ভাষা নাহি যাহে প্রকাশি প্রণয়।
যদি হ'ত দেখাবার, দেখাতাম শতবার,
নাহি সে শকতি মম, ক্ষম প্রেমময়!
তোমারো হৃদয় আছে, সুধাও তাহারি কাছে,
মিটিবে পিয়াসা তবে ঘুচিবে সংশয়।
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি ক্ষুদ্র এ হৃদয়॥

মাধবী।

১

সখি, কেমনে জানাব, কেমনে বুঝাব,
লভিনু কেমনে তারে,—
ভাব ভাষা মোর তা'রি করগত
হারাইনু আপনারে!
উপরে আকাশ নীচে পারাবার
অসীম উদার অতীত আশার
তা হ'তে মহান্ সে যে গো আমার,
ধরা যে বিষম দায়।

২

সখি, কেমনে জানাব, কেমনে বুঝাব,
লভিনু কেমনে তারে,—
ভাব ভাষা মোর তারি করগত
হারাইনু আপনারে!
ও চরণ-আশা-স্রোতে অনিবার
জীবন-তরণী ভাসাই আমার,
কভু নিরাশায় কভু ক্ষীণ আশে
নানা বাধা বেদনায়।

৩

সখি,　　　কেমনে জানাব, কেমনে বুঝাব,
　　কেমনে লভিনু তারে,—
ভাব ভাষা মোর　　তারি করগত
　　হারাইনু আপনারে।
　　　সহসা একদা হেরিনু হিয়ায়,
　　　উজল আলোক বিজুলি-লীলায়,—
　　　সেই আলো-রেখা ধ্রুবতারা করি
　　　　খুঁজিনু হৃদয়রাজে।

৪

সখি,　　　কেমনে জানাব, কেমনে বুঝাব,
　　লভিনু কেমনে তারে,—
ভাব ভাষা মোর　　তারি করগত
　　হারাইনু আপনারে।
　　　শ্রান্ত ক্লান্ত যবে দেহ প্রাণ মন
　　　অপরূপ ধ্বনি করিনু শ্রবণ
　　　কিবা প্রাণহারী আকুল মধুর
　　　　মিলন-বাঁশরী বাজে।

৫

সখি, কেমনে জানাব, কেমনে বুঝাব,
লভিনু কেমনে তারে,—
ভাব ভাষা মোর তারি করগত
হারাইনু আপনারে।
তটিনীর মত কি জানি কেমনে
ছুটিনু আবেশে বাঁশরীর টানে
কমল-আসনে হেরিনু সেথায়
বিরাজে দেবতা মোর।

৬

সখি, কেমনে জানাব, কেমনে বুঝাব,
লভিনু কেমনে তারে,—
ভাব ভাষা মোর তারি করগত
হারাইনু আপনারে।
চির-জনমের সাধনার ধন
পলক পড়িতে হয় অদর্শন,
নিদারুণ ব্যথা বাজে যে মরমে
আঁধারে জীবন ভোর।

৭

সখি, কেমনে জানাব, কেমনে বুঝাব,
লভিনু কেমনে তারে,—
ভাব ভাষা মোর তারি করগত
হারাইনু আপনারে।
যার তরে ধরি এ তুচ্ছ জীবন
যিনি মোর ভবে জীবন মরণ,
হেন প্রিয় সাথী আপন জনেরে
পেয়েও নাহি যে পাই।

৮

সখি, কেমনে জানাব, কেমনে বুঝাব,
লভিনু কেমনে তারে,—
ভাব ভাষা মোর তারি করগত
হারাইনু আপনারে।
হৃদয়-রতন লভিতে হিয়ায়
পথে চেয়ে চেয়ে দিন কেটে যায়
কবে সে চপল সাধের মাধব
চির-তরে পাবে রাই।

মাধবী।

১

কত ভালবাসি ?—
এযে হ'ল বড় দায়,
কেমনে দেখাব হায়,
অগাধ অসীমে করি সীমা-রেণুরাশি ?
কেমনে বুঝাব হায়! কত ভালবাসি!

২

কত ভালবাসি ?—
প্রেম কি কথার কথা,
আলেয়ার আলো যথা,
অথবা কুসুম যেন, শেষ হলে বাসি ?
কেমনে বুঝাব বল, কত ভালবাসি!

৩

কত ভালবাসি ?—
শারদ-চাঁদিমা যবে,
তারা সনে শোভে নভে,
মিলে কি তুলনা কভু তায় উপহাসি ?
কেমনে বুঝাব তবে কত ভালবাসি!

৪

কত ভালবাসি ?—
তটিনী আকুল টানে,
ছুটে যায় সিন্ধু পানে,
বুঝে কি আবেগ তার এ জগত-বাসী ?
কেমনে বুঝাব তবে কত ভালবাসি!

৫

কত ভালবাসি ?—
ভালবাসা এ জগতে,
গভীর সাগর হ'তে,
উন্নত সুমেরু হ'তে আরো যেন বেশী!
কেমনে বুঝাব তবে কত ভালবাসি!

৬

কত ভালবাসি ?—
ভব-তাপ-বিঘ্ন-ঘায়,
না পারে টলাতে তায়,
দেব-বল রহে যেন তার পাশাপাশি!
কেমনে বুঝাব তবে কত ভালবাসি!

৭

কত ভালবাসি ?—
প্রেম তো ধরার নয়,
অমরার সুধাময়,
ভাব ভাষা নাহি পাই যাহে পরকাশি !
কেমনে বুঝাব তবে কত ভালবাসি !

কত ভালবাসি ?—
বিশ্বরাজ প্রেমময়,
বিশ্ব তাহে মগ্ন রয়,
"নিভৃতে সুধাও প্রাণে" এই অভিলাষী !
আমি ত বুঝাতে নারি কত ভালবাসি !

মাধবী।

১

কেন ভালবাসি ?—
করে লয়ে স্বর্ণথালা,   আসে যবে উষাবালা,
কেন তুমি ভালবাস যে সুষমা রাশি ?
"কি যেন মাধুরী রহে তাই ভালবাসি।"

২

কেন ভালবাসি ?—
বিহগেরা তরুশাখে   ডাকে যবে ঝাঁকে ঝাঁকে,
কেন তুমি ভালবাস সেই গীত বাঁশী ?
"কি যেন মাধুরী রহে তাই ভালবাসি।"

৩

কেন ভালবাসি ?—
আধেক ঘোমটা খুলি,   হাসে যবে ফুলগুলি,
কেন তুমি ভালবাস সে মধুর হাসি ?
"কি যেন মাধুরী রহে তাই ভালবাসি।"

৪

কেন ভালবাসি ?—
তারা-সনে শশী যবে,   সুধা-ধার ঢালে নভে,
কেন তুমি ভালবাস সে অমিয়ারাশি ?
"কি যেন মাধুরী রহে তাই ভালবাসি।"

৫

কেন ভালবাসি ?—

ও কথা ও কথা আর, শুধায়োনা বার বার,

মানব হৃদয় যে গো সৌন্দর্য্যপিপাসী !

আপনা হারায়ে তাই এত ভালবাসি !

মাধবী।

১

কারে ভালবাসি ?—
উষার কনক প্রভা,
তাঁহারি মোহন শোভা,
ফুটন্ত কুসুম মাঝে রহে তাঁর হাসি,
সজনি লো ! বল দেখি কারে ভালবাসি ?

২

কারে ভালবাসি ?—
মলয়ের মৃদুস্পর্শে,
তাঁরি স্পর্শ লভি হর্ষে,
বিহগ সুতানে প্রাণে বাজে তাঁর বাঁশী ;
সজনি লো ! বল দেখি কারে ভালবাসি ?

৩

কারে ভালবাসি ?—
সুবিশাল নীলিমায়,
জলধর চপলায়,
অপরূপ হেরি তাঁর কত খেলা রাশি,
সজনি লো ! বল দেখি কারে ভালবাসি ?

৪

কারে ভালবাসি ?—
তাঁহারি উদার বুকে,
রহি সদা সুখে দুখে,
নিভৃতে ঢালেন চিতে বাণী-সুধারাশি,
সজনি লো ! বল দেখি কারে ভালবাসি ?

৫

কারে ভালবাসি ?—
জানিতে প্রণয়-ডোর,
দৃঢ় কি শিথিল মোর,
কভু তাঁর ছলনায় অকূলেতে ভাসি !
সজনি লো ! বল দেখি কারে ভালবাসি ?

৬

কারে ভালবাসি ?—
বিষাদ হতাশ ঘোরে,
আশা প্রীতি আলো করে,
হৃদয় দুয়ারে তিনি দেখা দেন আসি' !
সজনি লো ! বল দেখি কারে ভালবাসি ?

৭

কারে ভালবাসি ?—
যদিও প্রেমিক জন,
প্রেম-প্রীতি-প্রস্রবণ,
তবু তাঁরে ধরা দায় র'ন পাশাপাশি !
সজনি লো ! বল দেখি কারে ভালবাসি ?

৮

কারে ভালবাসি ?—
যাঁর ভালবাসা ভবে,
সম ভাবে লভে সবে,
জীবন মরণে যিনি চির সহবাসী !
সে বিশ্ব-প্রেমিকে সখি ! আমি ভালবাসি !

মাধবী।

১

মিলন যে রেখেছিল দূরে
বিরহেতে লভিনু নিকটে।
এবে আর নাহি ছাড়াছাড়ি
বিরাজিত সদা হৃদিপটে!

২

তখন সে জেগে আঁখি-আগে
নিমেষে সরিয়া যেত দূরে,-
নীরবে উঠিত প্রাণে বাজি
কি বেদনা সকরুণ সুরে।

৩

দরশন-সুধার তিয়াসে
ব্যাকুলিয়া উঠিত পরাণ,
সুমধুর প্রেম-প্রতিদান
তাই হ'ত মান-অভিমান!

৪

সারা প্রাণে কি শান্ত মধুর
আজি তুমি রহ মূর্ত্তিমান,
কি গভীর অতুল এ প্রেম
তিল আর নাহি ব্যবধান!

৫

জাগরণে জাগিছ হৃদয়ে,
অচেতনে নিরখি স্বপনে,—
সার্থক সাধনা আজি মোর
সাধিনু যা সকল জীবনে।

মাধবী।

১

চাহিবার আগে দিয়েছ সকলি
না পাই ভাবিয়া কি চাহি এবার,
যে দিকে নিরখি হেরি সে কেবল
স্নেহ প্রীতি প্রেম করুণা তোমার।
প্রভাতের ওই অরুণ কিরণে
বিহগের ওই ললিত সুতানে
কুসুমের ওই ফুল্ল হাসি মাঝে
হেরি তোমা নিতি নব।

২

ওগো বিশ্বরাজ! তোমার রাজত্বে
যা কিছু রচিলে সকলি সুন্দর,—
মহিমা করুণা অতুলন তব
না হয় ধারণা, ক্ষুদ্র এ অন্তর।
বিরাজি' গৃহেতে মাতৃরূপ ধরে,
পালিছ সন্তানে কত না আদরে,
পিতৃরূপে কর কঠোর শাসন
চলিতে সুপথে তব।

৫

৩

আরো কতরূপে আরো কত ভাবে
　　সাথে সাথে তুমি রহি অনিবার,
ভক্তি প্রেম প্রীতি করুণা অপার
　　গোপনে হৃদয়ে দাও সবাকার।
　　　　অবিরত প্রভু সব কিছু মাঝে,
　　　　শুভ ইচ্ছা তব গোপনে বিরাজে,
　　　　নিজ দোষ গুণে দুখ সুখ পাই
　　　　　বৃথা করি তোমা দায়ী।

৪

হে চির সুন্দর! হে চির নবীন!
　　এই সুবিশাল শোভন ধরায়,
জলে স্থলে নভে অনলে অনিলে
　　হারায়ে আমি যে ফেলেছি তোমায়।
　　　　যখন যে দিকে ফিরাই নয়ন,
　　　　হেরি তোমা মাঝে এ বিশ্ব মগন;
　　　　ধরি ধরি করে ধরিয়াছি এবে
　　　　　ছাড়াছাড়ি আর নাই!

———

মাধবী।

রাজন্! রাজ এ হৃদয় মাঝে,
দিবসে নিশিতে প্রভাতে সাঁঝে।
হরষ বিষাদে বিভবে অভাবে
আশা নিরাশায় গৌরবে লাজে,
রাজন্! রাজ এ হৃদয় মাঝে।
আমারি বীণায় তোমারি রাগিণী
সুমধুর রবে যেন হে বাজে।
তোমারি মহিমা তোমারি করুণা
যেন জাগে মোর সকল কাজে।
রাজন্! রাজ এ হৃদয় মাঝে।
সব গর্ব্ব মম কর খর্ব্ব দেব,
সদা তব মহা গৌরব বাজে।
তোমারি বাসনা সাধরূপে মম
যেন সারা হৃদে নিয়ত রাজে।
রাজন্! রাজ এ হৃদয় মাঝে।

মাধবী।

১

যা' দিয়াছ প্রভো! দিয়েছ অনেক,
দীন আমি এত রাখিব কোথায় ;—
আমি তো তোমার, তব যা' আমার,
কেন দিলে তবে এত বা আমায়?

২

অসার অনিত্যে রেখোনা রেখোনা
মায়া-বদ্ধ প্রাণে আরো মজাইয়ে ;—
মুক্ত কর চিত্ত মোহ-জাল হ'তে
নির্ব্বাণের পথ দাও দেখাইয়ে।

৩

ভব-সুখ রাশি মরু মরীচিকা,
না মিটায় তৃষা, বাড়ায় দ্বিগুণ ;
আমার প্রাণের নিবাও, হে হরি!
ভব পিয়াসার ভীষণ আগুণ।

৪

আমি যাহা চাহি "শুদ্ধ নিরমল
শাশ্বত সুন্দর চির অনশ্বর,
জীবনে মরণে নাহি যার ক্ষয়
সদা পূর্ণ থাক্ তাহে এ অন্তর।

৫

তব অফুরন্ত অসীমের সনে
হোক্ লয় মম সসীম জীবন,
তোমাতে আমাতে ঘুচিয়া দূরত্ব—
এক হ'য়ে হোক্ চির সম্মিলন

মাধবী।

১

যাচ্ঞা আমার নাহি গো,
মোর বিভবে কামনা নয়!
যশের পিয়াসী নহি গো,
মম সে বায় নাহিকো সয়!

২

তথাপি কেন বা দুয়ারে,
তুমি যদিও শুধাও হরি!
উত্তর কিছু নাহি গো,
মোরে ক্ষমিও করুণা করি!

৩

সকল ভুবন ভরিয়া—
তব ছায়াটী জাগিয়া রয়
তা'লয়ে মগন এ হিয়া
সে যে ভাষায় জানানো নয়!

১

অনন্তের পথিক আমরা,
করি নিতি অনন্তের গান ;
যুগে যুগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
অনন্তেই হব অবসান ।

২

আঁধারেতে জনম মোদের,
আলোকেতে করি সুখে খেলা
ফিরে যাব অনন্তের বুকে
তাঁরি মধু-ডাকে শেষ বেলা ।

৩

ধারিনাকো ধরণীর ধার,
বুঝিনাকো প্রকৃতি স্বভাব ;
অসীমেতে সকলি মোদের,
নাহি জাগে ভুলেও অভাব ।

৪

হাসি খেলা বেদনা বিষাদ
হইলেও নিতি সহচর,
ভুলাইতে হৃদয় মোদের
পায়নাক তারা অবসর ।

৫

মোরা সবে ডাকি "আয় আয়"
কেহ আসে কেহ নাহি আসে,
হেলা ক'রে যায় যারা চলি,
তারা হায়! পড়ে মোহ ফাঁসে।

৬

মোদের এ দেহ মন প্রাণ,
করেছি গো মাধবে অর্পণ;
সে যে হয় উজল আলোক,
সুখ প্রীতি জীবন মরণ।